আর্জেন্টিনায় সরকারবিরোধী বিক্ষোভ, হতাহত ৬০

সারে-জমিন

কামড় খেয়ে সাপ মেরে হাসপাতালে পরীক্ষার্থী

রূপসী বাংলা

২০২৪ সাল কি নতুন ১৯৩৩ হতে যাচ্ছে

সম্পাদকীয়

মাধ্যমিক ২০২৪: শেষ মুহূর্তের ভূগোল মকটেস্ট

স্টাডি পয়েন্ট

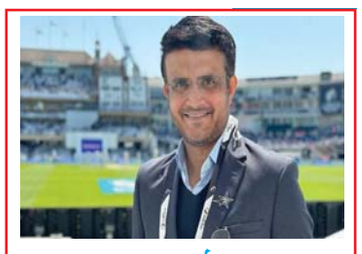

ঘরের মাঠে কেন টার্নিং উইকেট, প্রশ্ন সৌরভের

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
২০ মাঘ ১৪৩০
২৩ রজব, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 35 ■ Daily APONZONE ■ 5 February 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

দিল্লিতে ‘এক দেশ এক নির্বাচন’ কমিটির বৈঠকে যাচ্ছেন মমতা

আপনজন ডেস্ক: রাজ্য বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধনী দিনে যোগ দেওয়ার পরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ ‘এক দেশ, এক নির্বাচন’ কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে নয়াদিল্লি যাচ্ছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত মাসে উচ্চ পর্যায়ের কমিটিকে চিঠি লিখে বলেছিলেন, এই নির্বাচন ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থার মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী। তবে রাজ্যের প্রাপ্য কেন্দ্রীয় টাকা দেওয়ার দাবিতে ধর্নায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ‘এক দেশ এক নির্বাচন’ নিয়ে বৈঠকের জন্য ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লি যাবেন তিনি।

তিনি বলেন, ‘তারা একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে এবং এ বিষয়ে আমার মতামত জানতে চেয়েছে। মমতার দিল্লি সফর সেই সময় হচ্ছে যখন তার সঙ্গে ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম শরিক কংগ্রেসের সঙ্গে টানাপোড়েন চলছে। তিনি সাধারণ নির্বাচনে সারা দেশে কংগ্রেসের ৪০ টি আসন সুরক্ষিত করার ক্ষমতা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।

তিনি বলেন, আমি একদিনের জন্য দিল্লি যাব, তবে রাজনীতির জন্য নয়। ৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আমি দিল্লি যাব এবং ৬ ফেব্রুয়ারি বিকেলে কমিটির বৈঠক শেষে ফিরব। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় রাজ্য বাজেট পেশ করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন এই কমিটি বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোর কথা মাথায় রেখে লোকসভা, রাজ্য বিধানসভা, পৌরসভা এবং পঞ্চায়েতগুলির নির্বাচন একসঙ্গে করার জন্য পরীক্ষা করে সুপারিশ করার দায়িত্ব দিয়েছে।

অন্যদিকে, এমজিএনআরইজিএ-র অধীনে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে রাজ্যকে কেন্দ্রীয় তহবিল না দেওয়ার অভিযোগে রবিবার রাজ্যের কিছু অংশে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। যুব তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সায়নী ঘোষের নেতৃত্বে বিক্ষোভকারীরা কলকাতার রেড রোডে দিনভর অবস্থান ধর্মঘট পালন করে, যেখানে তিনি কেন্দ্রের বকেয়া পরিশোধ না করার জন্য বিজেপির তীব্র সমালোচনা করেন। সায়নী বলেন, আগামী দিনে এই জাতীয় আন্দোলন আরও তীব্র হবে। যদিও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ২১ লক্ষেরও বেশি মনরেগা কর্মীর পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবু আমরা বসে থাকব না। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চলতে থাকবে।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট বিশ্লেষণ

ক্রমশ কমে যাচ্ছে সংখ্যালঘু খাতে বরাদ্দ

আফরোজ আলম সাহিল ● দিল্লি

আপনজন: সম্প্রতি ব্রিটেন ভিত্তিক দৈনিক ফিন্যান্সিয়াল টাইমস ভারতে মুসলিমদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এক সাক্ষাৎকার নিয়েছে। তাতে মোদি পার্সিদের ‘ভারতে বসবাসকারী ধর্মীয় ক্ষুদ্র-সংখ্যালঘু’ হিসাবে চিহ্নিত করে অর্থনৈতিক সাফল্যের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেন। দেশের প্রায় ২০ কোটি মুসলমানকে সরাসরি সম্বোধন না করে মোদি বলেন, ‘বিশ্বের অন্যান্য জায়গায় নিপীড়নের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও তারা ভারতে একটি নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে, সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনযাপন করছে। এ থেকেই বোঝা যায়, ভারতীয় সমাজে কোনও ধর্মীয় সংখ্যালঘুর প্রতি বৈষম্যের অনুভূতি নেই। ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের সঙ্গে যুক্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যের কোনও অনুভূতি প্রকৃতপক্ষে নেই।’ তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যের অভিযোগ রয়েছে। ঘৃণ্য অপরাধ এবং বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের দৈনন্দিন ঘটনাগুলিতে এই বৈরিতা স্পষ্ট। উল্লেখ্য, এই মনোভাবটি এখন সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের ২০২৪-২৫ সালের সর্বশেষ বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ৩৮ শতাংশ কমানোর তুলনায় এবার বাজেটে কিছুটা বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমান বাজেট দাঁড়িয়েছে ৩১৮৩.২৪ কোটি টাকা, যা গত বছরের ৩০৯৭.৬০ কোটি টাকার তুলনায় সামান্য বেশি। তবে, বাজেটের বিশদটি ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করার পরে, এটি স্পষ্ট যে দক্ষতা বিকাশ এবং জীবিকা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলিতে বরাদ্দ এবার হ্রাস পেয়েছে। মাদ্রাসার প্রতি সরকারের আপাত বিদ্বেষ বাজেটে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। ২০২৩-২৪ সালে মাদ্রাসা ও সংখ্যালঘুদের জন্য শিক্ষা প্রকল্প আগের বছরের তুলনায় ৯৩% কমে ১০ কোটি টাকা হয়েছে। এ বার তা আরও কমিয়ে মাত্র ২ কোটি টাকা করা হয়েছে। সংখ্যালঘুদের জন্য বিনামূল্যে কোচিং এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলির বাজেট গত বছরের ৩০ কোটি টাকার তুলনায় এবার কমিয়ে ১০ কোটি টাকা করা হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশুদের স্কুলে ভর্তি নিরুৎসাহিত করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকেও একটি উদ্দেশ্য রয়েছে বলে মনে হয়, যা প্রতি বছর সংখ্যালঘুদের জন্য প্রাক-ম্যাট্রিক বৃত্তির বাজেটের ধারাবাহিক হ্রাসে প্রতিফলিত হয়। ২০২৩-২৪ সালে সংখ্যালঘুদের জন্য প্রাক-ম্যাট্রিক বৃত্তির বাজেট রাখা হয়েছিল ৪৩৩ কোটি টাকা; এ বার তা কমিয়ে আনা হয়েছে ৩২৬ কোটি ১৬ লাখে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছরে সরকার সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের জন্য বাজেট ৩,০৯৭.৬০ কোটি টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কিন্তু বাজেট সংশোধনের পরে তা কমিয়ে ২,৬০৮.৯৩ কোটি টাকা করা হয়েছিল। সরকার ২০২৪-২৫ সালের বার্ষিক বাজেট ঘোষণার পরে এই বরাদ্দ কতটা হ্রাস পেতে পারে তা দেখার জন্য কৌতূহল জাগায়, বর্তমানে ৩,১৮৩.২৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। উপরন্তু, এটি লক্ষণীয় যে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক সংশোধিত বাজেটে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তহবিলের ব্যয়ের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী বলে মনে হচ্ছে। যেমন, ২০২২-২০২৩ সালের জন্য ৫,০২০.৫০ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে ২০২২-২০২৩ অর্থবর্ষের জন্য ৫,০২০.৫০ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে সংশোধিত বাজেটে এই পরিমাণ কমিয়ে আনা হয়েছে ২,৬১২.৬৬ কোটি টাকা। উপরন্তু, যখন প্রকৃত ব্যয়ের কথা আসে, তখন মাত্র ৮০২.৬৯ কোটি টাকা ব্যবহার করা যেতে পারে। সম্প্রতি স্কলারশিপ কেলেঙ্কারির অনেক গল্প প্রকাশ্যে এসেছে। ২০২৩ সালের আগস্ট মাসের খবর অনুযায়ী, সংখ্যালঘু বৃত্তি কর্মসূচির আওতায় সক্রিয় প্রায় ৫৩ শতাংশ প্রতিষ্ঠান ‘ভুয়ো’ বলে প্রমাণিত হয়েছে। সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের অভ্যন্তরীণ তদন্তে ৮৩০টি প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির বিষয়টি উঠে এসেছে, যার ফলে গত পাঁচ বছরে ১৪৪.৮৩ কোটি টাকার কেলেঙ্কারি হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি বিষয়টি আরও তদন্তের জন্য সিবিআইয়ের কাছে পাঠিয়েছেন। এর আগে প্রাক্তন সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী মুখতার আব্বাস নকভি লোকসভায় স্বীকার করেছিলেন যে স্কলারশিপ স্কিমে কেলেঙ্কারির খবর পাওয়া গেছে। তিনি সিবিআই এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে এই ধরনের অভিযোগ খতিয়ে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন। ২০২১ সালের ১৫ মার্চ রাজ্যসভাতেও বিষয়টি উত্থাপন করেন কংগ্রেসের এক সদস্য। সেখানে, সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, ২০২১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি লোকসভায় উপস্থাপিত তার প্রতিবেদনে সংখ্যালঘুদের জন্য দেশে পরিচালিত সমস্ত প্রকল্প সম্পর্কে তাদের মতামত প্রকাশ করেছিল এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের কাজের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। সংসদীয় স্থায়ী কমিটি তার রিপোর্টে বিশেষভাবে বলেছে যে এই তহবিলগুলি ছয়টি রাজ্যের সংখ্যালঘু শিশুদের জন্য বরাদ্দ এই বৃত্তি প্রকল্পগুলির অস্তিত্বহীন শিক্ষার্থীদের কাছে যাচ্ছে। কমিটি বলেছে যে অপব্যবহারের রিপোর্ট করা মামলাগুলি, যা তদন্তাধীন রয়েছে তা “বেশ উদ্বেগজনক”। সংখ্যালঘুদের শিক্ষায় সহায়তার জন্য তহবিলের কাটছাঁটের এই আপাত করুণ অবস্থায়, তহবিলের আরও হ্রাস এবং এই জাতীয় অনেক প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়া ভারতের সংখ্যালঘুদের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। এটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ এবং তালিকাভুক্তির উপর কঠোরভাবে প্রভাব ফেলবে, বিশেষত মেয়ে ও মহিলারা, যারা ইতিমধ্যে বৃহত্তর সমাজে বহুবিধ সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে, এটি সংখ্যালঘুদের ক্রমবর্ধমান প্রান্তিককরণের দিকে নিয়ে যেতে পারে। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন নরেন্দ্র মোদির প্রশাসন মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির সাংবিধানিকতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল, যদিও সাংবিধানিকভাবে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে, মোদি মৌলানা আজাদ মেডিকেল এইড স্কিমে কাটছাঁট করেছিলেন, যা আগে সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতি বছর দুটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত মেডিকেল চেক-আপের প্রস্তাব দিয়েছিল। উপরন্তু, তার সরকার বরাদ্দকৃত তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাজেটে সংখ্যালঘু বরাদ্দ

(টাকার অঙ্ক কোটিতে)

বর্ষ	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত ব্যয়
২০১২-১৩	৩১৫৪.৫০	২২১৮.২৬	২১৭৪.২৯
২০১৩-১৪	৩৫৩০.৯৮	৩১৩০.৮৪	৩০২৬.৭০
২০১৪-১৫	৩৭৩৪.০১	৩১৬৫.০০	৩০৮৮.৫৭
২০১৫-১৬	৩৭৩৮.১১	৩৭৩৫.৯৮	৩৬৫৪.৮৬
২০১৬-১৭	৩৮২৭.২৫	৩৮২৭.২৫	২৮৩২.৪৬
২০১৭-১৮	৪১৯৫.৪৮	৪১৯৫.৪৮	৪০৫৭.১৮
২০১৮-১৯	৪৭০০.০০	৪৭০০.০০	৩৫৬৪.১৭
২০১৯-২০	৪৭০০.০০	৪৭০০.০০	৪৪৩১.৬৫
২০২০-২১	৫০২৯.০০	৪০০৫.০০	৩৯২০.২৯
২০২১-২২	৪৮১০.৭৭	৪৩৪৬.৪৫	৪৩২৩.৬৩
২০২২-২৩	৫০২০.৫০	২৬১২.৬৬	৮০২.৬৯
২০২৩-২৪	৩০৯৭.৬০	২৬০৮.৯৩	-
২০২৪-২৫	৩১৮৩.২৪	-	-

**আপনজন গ্রাফিক্স*

সংখ্যালঘু প্রকল্পে কমতে থাকা বরাদ্দ

(টাকার অঙ্ক কোটিতে)

প্রকল্প	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
সংখ্যালঘুদের প্রি-ম্যাট্রিক বৃত্তি	৪৩৩	৩২৬.১৬
পেশাভিত্তিক কোর্সের জন্য মেরিট কাম মিন বৃত্তি (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর)	৪৪	৩৩.৮০
মৌলানা আজাদ ন্যাশনাল ফেলোশিপ	৯৬	৪৫.০৮
ফ্রি কোচিং ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প	৩০	১০
মাদ্রাসা ও সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রকল্প	১০	২
কওমি ওয়াকফ তারাক্কিয়াতি প্রকল্প এবং সাহারি ওয়াকফ সম্পত্তি বিকাশ যোজনা	১৭	১৬
ন্যাশনাল কমিশন অফ মাইনোরিটিজ	১৫	১৪
ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ অফিসার	৪	৩

**আপনজন গ্রাফিক্স*

বেকার যুব ও আদিবাসীদের ন্যায়বিচারের পক্ষে কংগ্রেস: রাহুল গান্ধি

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি রবিবার বলেছেন যে তার দল ‘জল-জঙ্গল-জামিন’ (জল, বন এবং জমিসম্পদ) নিয়ে আদিবাসীদের অধিকারের পক্ষে রয়েছে। ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ জেলায় ‘ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা’র অংশ হিসাবে একটি রোড শো চলাকালীন রাহুল গান্ধি বক্তব্য রাখছিলেন।শনিবার জেলার টুন্ডি এলাকায় রাতভর যাত্রাবিরতির পর ঝাড়খণ্ডে তার যাত্রার তৃতীয় দিন রবিবার ধানবাদের গোবিন্দপুর থেকে যাত্রা শুরু হয়।

রাহুল গান্ধি বলেন, এই যাত্রার মূল উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ইউনিটগুলিকে বেসরকারি সংস্থার হাতে বিক্রি হওয়া থেকে বাঁচানো এবং দেশের বেকার যুবক ও আদিবাসীদের ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করা।

কংগ্রেস আদিবাসীদের ‘জল-জঙ্গল-জামিন’, যুবকদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের পক্ষে। অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা, নোটবন্দি, জিএসটি এবং বেকারত্ব দেশের যুবকদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দিয়েছে।

পাক গুপ্তচর বৃত্তির দায়ে গ্রেফতার দূতাবাস কর্মী সত্যেন্দ্র

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে মস্কোর ভারতীয় দূতাবাসের কর্মী সত্যেন্দ্র সিওয়ালকে গ্রেফতার করল উত্তরপ্রদেশ পুলিশের অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড (ইউপি এটিএস)। হাপুরের মহিউদ্দিনপুর গ্রামের বাসিন্দা জয়বীর সিংয়ের ছেলে সত্যেন্দ্র সিওয়াল। উত্তরপ্রদেশ এটিএস সিওয়ালকে স্থানীয় আদালতে হাজির করে এবং তাকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার সিওয়ালের হেফাজতে নেওয়ার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হবে এটিএস। উত্তরপ্রদেশ এটিএস দুটি মোবাইল ফোন, একটি আধার কার্ড, একটি প্যান কার্ড, তাঁর পরিচয়পত্র এবং নগদ ৬০০ টাকা উদ্ধার করেছে। এটিএস জানিয়েছে, সতেন্দ্র সিওয়াল ভারত বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত ছিল এবং লুকিয়ে লুকিয়ে সীমান্তের ওপারে তার আইএসআই হ্যান্ডলারদের গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য পাচার করত।

ঠাকুর পরিবারের অন্দরে মুসলিম বৃত্তান্ত

জাইদুল হক

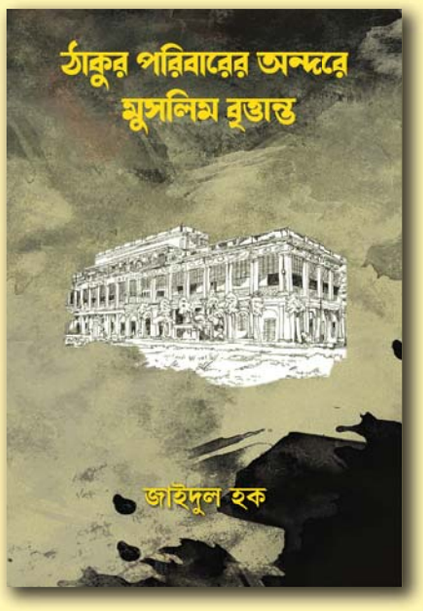

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ ঠাকুর পরিবারকে নিয়ে এখনও গবেষণার অন্ত নেই। সমাজজীবনে ঠাকুর পরিবারের অবস্থান আজও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর– পরিচিতির জগতে তাদের বংশ পরিচয়ের গৌরবগাঁথায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে মুসলিমদের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মধ্যে সম্প্রীতির ধারাকে সন্নিবিষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের অবতারণা।

আজই সংগ্রহ করুন

আপনজন পাবলিকেশন

৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬

ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

ব্র্যান্ড ফকিরের জুমলাবাজি

ড. দিলীপ মজুমদার

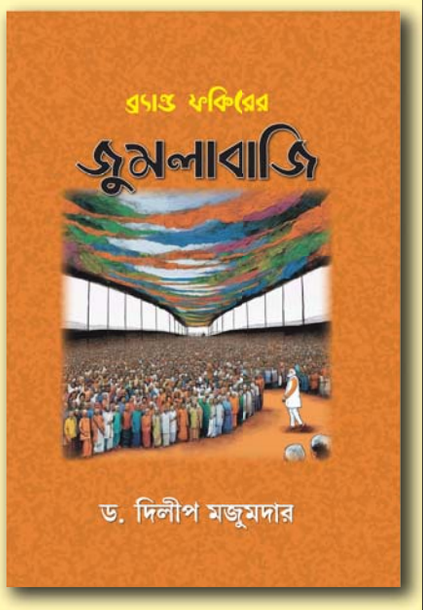

ভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপির অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য বিস্তারের একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে। এই দলটির ডিজিটাল প্রচারযন্ত্র, আইটি সেলের গতিবিধি ইত্যাদি অত্যন্ত শক্তিশালী। অন্য বিরোধীদলগুলি সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে। সেই সঙ্গে আছে নিত্য-নতুন জুমলার আকর্ষণ।

কলেজ স্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান

বাকচর্চা

৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট

ফোন: ৭৮৯০১৪০৯৭৯ (সালমান হেলাল)

Since 2011

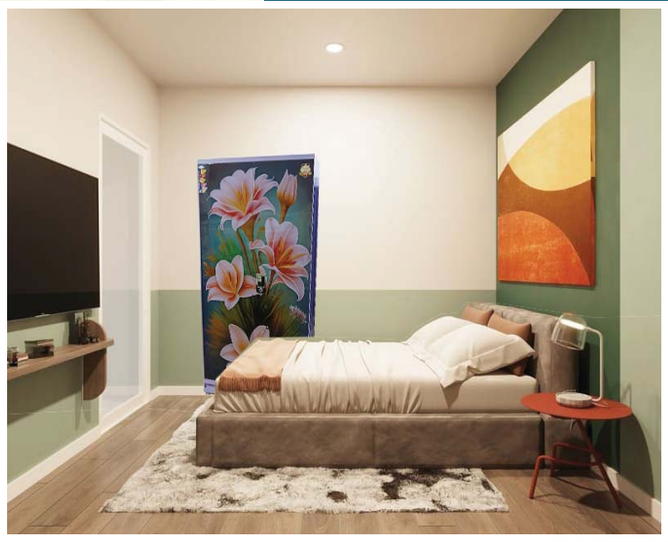

নামী, তবে দামি নয়

প্রিমিয়ার কোয়ালিটি

পাউডার কোটেড

RIMEX

We Make Furniture For Needs

নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন

স্টীল আলমারি | স্টীল শোকেশ

ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন

৯৭৩২৮৮০১১০

rimexsteelandironofficial@gmail.com

প্রথম নজর

মাধ্যমিকের সময় দোকানে সাউন্ডবক্স, বন্ধ করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: চলছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। পুলিশের হস্তক্ষেপে দোকান উদ্বোধনের সাউন্ড বক্স বন্ধ করা হলো। মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় মাইক বা সাউন্ড বক্স বাজানোর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সেই নিয়ম না মানায় রবিবার সকালে হাওড়ায় ব্যবস্থা নেয় পুলিশ। অভিযোগ, একটি ফার্মেসি শপের উদ্বোধন উপলক্ষে এদিন হাওড়ার পঞ্চাননতলায় দোকানের সামনে প্রকাশ্য রাস্তায় বক্স বাজানো হচ্ছিল। বক্স বাজিয়ে দোকানের ওপেনিং উপলক্ষে প্রচার চলছিল। খবর যায় হাওড়া থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। পুলিশ ওই সাউন্ড বক্স বন্ধ করে দেয়। এই বিষয়ে এলাকার জনৈক বাসিন্দা বলেন, যদিও এই এলাকার কাছাকাছি কোনও মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র নেই, তবুও মাধ্যমিকের সময় বক্সের আওয়াজ কম হলেই ভাল হত।

জলাভূমি দিবস কল্যাণীতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: ভারত সরকারের মিনিস্ট্রি অফ এনভারনমেন্ট ফরেস্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ দপ্তরের উদ্যোগে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় EIACP RP-এর পরিচালনায় বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে গত ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, স্লোগান লিখন প্রতিযোগিতা, সারাদিন ব্যাপী সেমিনারের মাধ্যমে বিশ্ব জলাভূমি দিবস উদ্‌যাপন করা হোল। উপস্থিত ছিলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক অমলেন্দু ভুঁইয়া, অধ্যাপক কৌশিক মন্ডল, ড. সুকান্ত মজুমদার, ড. তন্ময় সান্যাল, গবেষক তন্ময় আচার্য্য, গবেষক ফারুক আহমেদ ও প্রায় দুই শতাধিক ছাত্র ছাত্রী।

কামড় খেয়ে সাপ মেরে হাসপাতালে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: রাতের অন্ধকারে সাপ কামড় দিয়েছিল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কে। মুহূর্তে সাপটি কাছে পেয়েই মেরে ফেলে। আর এক মুহূর্ত দেরী না করেই চিকিৎসার জন্য মৃত সাপ নিয়ে হাসপাতালে হাজীর হয় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী অরিত্র সাহা।শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের জয়দেব পল্লি এলাকায়।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, ক্যানিং ডেভিড সেশুন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র অরিত্র সাহা।তার মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র ক্যানিং নিউ ইন্টিগ্রেটেড গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে। শনিবার ইংবাজী পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে ফিরেছিল। সোমবার ইতিহাস পরীক্ষার জন্য রাতে পড়াশোনা করছিল। সেই সময় আচমকা একটি ঘরচিতি(চিতিবোড়া) সাপ তাকে কামড় দেয়।ভয়ে চিৎকার করে উঠে ওই ছাত্র।চিৎকার শুনে পরিবারের অন্যান্যরা দৌড়ে আসে।রাতের অন্ধকার চিতিবোড়া সাপটি দেখতে পেয়ে মেরে ফেলেন। এক মুহূর্ত দেরী না করে মৃত সাপ নিয়ে চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে হাজীর হয় ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী।সেই মুহূর্তে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত ছিলেন সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায়।তিনি সাপ টি দেখে আক্রান্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ও তার পরিবারের সদস্যদের কে অভয় দিয়ে আশ্বস্থ করেন।প্রাথমিক চিকিৎসার পর যাতে ওই ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারে সেই সাহস দেন।

ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় বলেন, 'ঘরচিতি সাপ বিষ হীন।সাধারণত পোকা মাকড় খাওয়ার জন্য ঘরে ঢুকে পড়ে। ভয়ের কিছুই নেই। তবে সাপটি মেরে ফেলা একেবারেই উচিৎ হয়নি।সাপ আমাদের পরিবেশ বান্ধব। সাপ কে বাঁচিয়ে রাখা জরুরী।'

অবৈধ মদের ভাটিতে অভিযান বিষ্ণুপুর থানার

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: অবৈধ মদের ভাটিতে অভিযান বিষ্ণুপুর থানা পুলিশের বাজেয়াপ্ত করা হলো ১০০০ লিটারেরও বেশি চোলাই মদ । ভাঙ্গা হয় একাধিক মদের ভাটি , নষ্ট করে দেওয়া হয় মদ তৈরির কাঁচামাল । ঘটনা বিষ্ণুপুর থানার মড়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের খোলামুড়িয়া ও গোরাবাগান এলাকার । অভিযোগ গ্রামে একশ্রেণীর অসাধু ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরেই এই ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ করছে । তৈরী হওয়া মদ খেয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন এলাকার ছোট থেকে বড় সমস্ত

পুরুষেরা । গোপন সূত্রে খবর পায় বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ । যে কারণেই তারা অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য পায় । পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে , এই ধরনের অভিযান লাগাতার চলবে এলাকায় । পুলিশের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার সকল সাধারণ মানুষ ।

বৃদ্ধের প্রাণ বাঁচিয়ে পাঞ্জাবের হৃদয়ে রাজ্যের তিন যুবক-যুবতী

শুভায়ুর রহমান ● কলকাতা

আপনজন: শীতের তাপমাত্রা অনেকটাই নীচে নেমেছে। দুই বন্ধু সেখ রাজ ও অভিনব জানা কনকনে ঠান্ডার সকালে মেসের সামনের একটি খাবারের দোকানে টিফিন খাচ্ছিলেন। রাজের চোখ যায় রাস্তায় পড়ে থাকা মুমূর্ষু এক বৃদ্ধের দিকে। শুয়ে শুয়ে গোঙাচ্ছেন। সঙ্গে বমিও। দমদমের ব্যস্ত রাস্তায় পথযাত্রীরা যখন নাক ছিটকিনি দিয়ে পিছন ফিরে চলে যাচ্ছেন। তখন পাতের কচুরি ফেলে বৃদ্ধকে বুকে টেনে নেন। মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ার মুহূর্তে বৃদ্ধকে বাঁচিয়ে তুলতেই হবে। অ্যাম্বুলেন্স পেতে বড্ড দেরি হতে পারে! সেই হিসেব কষেই তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধকে একটি ভ্যানে কোনও মতে তোলেন রাজ ও অভিনব।

ফুটপাত থেকে সোজা দমদম পুরসভা হাসপাতালে। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে আবার আরজিকর হাসপাতালে। রাজ ও অভিনব ফোনে ডেকে নেন বান্ধবী সুদীপা পাত্রকে। সিটি স্ক্যান থেকে শুরু করে সমস্ত পরীক্ষানিরীক্ষা করে ডাক্তাররা বলেন বৃদ্ধের স্ট্রোক হয়েছে।

এক সপ্তাহ ধরে সবসময় পাশে থাকা ডাক্তারদের সাথে কথা বলা, ওষুধ কেনা থেকে শুরু করে সমস্ত কাজ করে এক বৃদ্ধকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে তুললেন তিন যুবক যুবতী।

জানা গেছে, মেস থেকে খাবার রান্না করে এনে নিজ হাতে খাওয়াতেন সুদীপা। এক সপ্তাহ পরে বৃদ্ধের কিছুটা উন্নতি হলে তাঁর কাছে থাকা একটি নোট বুক থেকে তাঁর ভাইয়ের ফোন নম্বর পায় ওরা। জানা যায় বৃদ্ধের নাম সুনীল আরোরা। বাড়ি পাঞ্জাবে হলেও বছর চল্লিশ থেকে দমদমে ভাড়া থাকেন।

পরিবারে থাকার মধ্যে এক ভাই তিনি কর্মসূত্রে হায়দ্রাবাদে থাকেন। সুনীল বাবু প্লাস্টিক সামগ্রী বিক্রি করেই দিন গুজরান। ভাইকে ফোনে বিশদে জানালে হায়দ্রাবাদ থেকে হাসপাতালে এসে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয় বৃদ্ধকে। কিন্তু হাল ছাড়েননি পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে পড়তে আসা তিন যুবক যুবতী। বাড়িতে দেখভালের কেউ না থাকায় অসুস্থ বৃদ্ধের সঙ্গী হয়ে ওঠেন। ওই তিন জন। সর্বক্ষণ পাশে থাকা, খাওয়ানো, ওষুধ কেনা বা খাওয়ান সব কিছুই করতে শুরু করেন। অবশেষে তিন যুবকের চেষ্টায় এক মাস পর গত শনিবার উঠে দাঁড়িয়েছেন বৃদ্ধ।

মুমূর্ষু ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে খুশি ওই তিন যুবক-যুবতী। সেখ রাজের কথায়, রাস্তায় কত মানুষ পড়ে থাকেন। ক'জনেরই বা সেবা করতে পারি। সহৃদয় অনেক মানুষ আছেন এখনো দুনিয়ায়। তাঁরা যদি আমাদের মতো কাউকে কাউকে এভাবে রাস্তায় থাকা মানুষের সেবা করে সুস্থ করেন পৃথিবীটা সুন্দর হয়ে উঠবে। তিন কলেজ পড়ুয়ার এই মহৎ কাজে খুশি সুনীল বাবুর ভাই সহ সুনীল বাবু।

ইসলামী শরীয়তের মধ্যে দিয়ে সমাজকে কল্যাণমুখী করার ডাক

মনিরুজ্জামান ও ইস্রাফিল বৈদ্য ● হাড়োয়া

আপনজন: ইসলামী শরীয়ত,মত ও পথের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলা এবং দেশ ও দশের কল্যাণ করাই একজন মানুষের মুখ্য কাজ হওয়া উচিত বলে শাসনে এক ধর্মীয় জুলুসে নিউটাউন মাঝেরআইট পীরডাঙ্গা দরবার শরীফের পীরজাদা আলহাজ্ব একেএম ফারহাদ মন্তব্য করেন। উল্লেখ্য, রবিবাসরীয় দুপুরে উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার শাসনের চৌমুহা হামিদ জালালি(রঃ) হাফিজিয়া খারিজিয়া মাদ্রাসা ও আন্দুলিয়া জামে মসজিদ ও ঈদগাহের উন্নতিকল্পে বাৎসরিক মিলাদ মাহফিলে ধর্মপ্রাণ মানুষের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। ফারহাদ বলেন, ইসলাম ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভ সঠিকভাবে মেনে চলাই হল মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ ইবাদত। দীর্ঘদিন ধরে মানুষ যে সংযমের মধ্যে দিয়ে সময় অতিবাহিত করে এর দ্বারাই বোঝা যায় মানুষের সহনশীলতা কতখানি। তাই সবাইকে ইসলামী শরীয়ত, মত ও

পথের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলা এবং দেশ ও দশের কল্যাণ করাই মুখ্য কাজ হওয়া উচিত। তিনি বলেন, দেশের মধ্যে যে বিভাজিত শক্তি মাথা চাড়া দিচ্ছে তাকে নষ্ট করতে একতাই হতে পারে মূল বল।তাই জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে সম্প্রীতির বার্তা বজায় রাখতে ঐক্যবদ্ধভাবে বিভাজিত শক্তিকে পরাস্ত করতে হবে।বর্তমান সময়ে বাংলায় যে শান্তি সম্প্রীতি বিরাজ করছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে,তাকে বিপর্যস্ত করতে একশ্রেণীর সাম্প্রদায়িক দল যেভাবে আক্রমণে নেমেছে তার তীব্র প্রতিবাদ করেন ফারহাদ। তিনি আরও বলেন, বিভাজিত শক্তি কখনোই বাংলার মানুষকে ভিভক্ত করতে পারবে না। উপস্থিত ছিলেন দরবার শরীফের অন্যতম বয়োজ্যেষ্ঠ পীরজাদা আলহাজ্ব মাওলানা মুফতি মাসুম বাখতেয়ারী, আলহাজ্ব ইন্নাস আলি, হাজী মইনুদ্দিন, সাহাবুদ্দিন মুহুরি, পীরজাদা আলহাজ্ব মাওলানা মুফতি মোস্তাক আহমেদ বাখতেয়ারি, পীরজাদা আলহাজ্ব রাকিবুল আজিজ বাখতেয়ারি, মাওলানা মনিরুল ইসলাম, মাওলানা সফিকুল ইসলাম, হাফেজ আলিমুদ্দিন প্রমুখ।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নেই: শশী পাঁজা

বাবলু প্রামানিক ● বারুইপুর

আপনজন: বারুইপুর পশ্চিম রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে সিপিএম থেকে ২ জন পঞ্চায়েত সদস্য সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তীর হাত ধরে তৃণমূলে জয়েন করলেন। রবিবার দুপুর বারোটা নাগাদ, আজ বারুইপুর নিউ ইন্ডিয়ান মাঠে বারুইপুর পশ্চিম তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে সিপিআইএম এর দুই পঞ্চায়েত সদস্য আসিফ আলী গাজী ধপধপি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিআইএমের সদস্য ও সুইটি বৈদ্য শিখর বালি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তীর হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়েন করলেন। মঞ্চে ছিলেন বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিমান ব্যানার্জি, জেলা পরিষদের প্রাণী ও মৎস্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র, বারুইপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায়চৌধুরী ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাস। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানন দাস। কাউন্সিলর ও সভাপতি সুভাষ রায় চৌধুরী ও আসিস দেবনাথ তাছাড়া প্রতিটা ওয়ার্ডর ও পঞ্চায়েত সদস্য কর্মী সমার্থক বৃন্দ।

মঞ্চে থেকে হুঙ্কার ছাড়লেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাজা বলেন ধর্মের নামে বিভাজনের রাজনীতি করেই যাদের দিন গুজরান হয়, সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে রক্তের

হোলি খেলেই যাদের ক্ষমতায় আসতে হয়- ক্ষমতা ধরে রাখতে হয় সেই বিজেপির বাংলায় কোন ঠাঁই নেই। একথা একবার নয়, বারবার বুঝিয়ে দিয়েছে বাংলার মানুষ। ২০২১-এর নির্বাচন ও তার পরবর্তী অধ্যায়ে যে কটি নির্বাচন হয়েছে তার সবকটিতে হেরেছে বিজেপি। বাংলার সব প্রান্তের সব শ্রেণির মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের। সম্প্রতি পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রচুর প্রার্থী দিয়েও গোহারা হেরেছে বিজেপি। আর তাদের দোসর কংগ্রেস-সিপিএমের অশুভ জোটকেও প্রত্যাখ্যান করেছে মানুষ। আর ধূপগুড়ির উপনির্বাচন তো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নেই। তাই উত্তরবঙ্গের তথাকথিত শক্ত ঘাঁটিতেও বিজেপি ধরাশায়ী। সিপিএমের জামানত জব্দ হয়েছে। আর কংগ্রেসের কথা তো বাদই দিলাম। মানুষ বেছে নিয়েছে আমাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেত্রী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে। বিজেপির ঘৃণার রাজনীতিকে উড়িয়ে দিয়ে বাংলায় এখন শুধু উন্নয়নের জয়গান গাইছে মানুষ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রায় ৭৯টি সামাজিক প্রকল্প চালু হয়েছে। যা বিপ্লব ঘটিয়েছে বাংলার জনজীবনে। রয়েছে দুয়ারে সরকার। বিনামূল্যে চিকিৎসা, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, স্বাস্থ্যসাথী, সবুজসাথী, কন্যাশ্রী-রূপশ্রী সহ একাধিক প্রকল্পে উপকৃত গোটা বাংলা। অন্যদিকে বিজেপি শুধু ভোট নিয়েছে। বাংলার মানুষের জন্য কিছুই করেনি। বরং বাংলার ন্যায্য পাওনা আটকে দিয়ে বাংলাকে ভাতে মারতে চেয়েছে। সামাল দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লড়াই করছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে। কিন্তু মাথা নোয়াননি। এটাই বাংলা।

চিতাবাঘের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে জলপাইগুড়ির মেটেলিতে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: চা-বাগানে জলসেচের কাজ করতে গিয়ে চিতা বাঘের হানায় জখম হন এক শ্রমিক। শনিবার ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাথারচুলকা ফিকুধূরা এলাকায়। জানা গিয়েছে, আহত শ্রমিকের নাম সিন্ধু সিদ্ধা। সকালে তিনি ছোট ওই চা বাগানে জলসেচের জন্য পাইপ বসানোর কাজ করছিলেন। সেই সময় আচমকাই একটি বড় চিতাবাঘ চা বাগানের ঝোপ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর ওপর। চিতাবাঘের হামলায় তিনি গুরুতর জখম হন। চিতাবাঘটি তাঁকে জখম করেই ফের চা বাগানেই আশ্রয় নেয়। বর্তমানে মাল মহকুমা হসপিটালে চিকিৎসাধীন তিনি।এদিকে চাবাগানে চিতাবাঘের খবর চাউর হতেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমান বহু মানুষ। এদিন ঘটনাস্থলে এসে বনকর্মীরা চিতাবাঘটিকে ধরার জন্য চা বাগানের একপাশে জাল লাগিয়ে দেয়। ফাটানো হয় পটকাও। ড্রোন

ক্যামেরার সাহায্যে চিতাবাঘটির অবস্থান দেখা হয়। বিকেল পর্যন্ত বনকর্মীরা চিতাবাঘটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করার চেষ্টা করলেও চারদিকে মানুষের ভিড় থাকায় গুলি করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল বনকর্মীদের। চিতাবাঘটিকে বনকর্মীরা ধরতে না পারায় এক সময় ক্ষিপ্ত হয়ে পরেন কিছু জনগণ। ক্ষিপ্ত হয়ে কিছু মানুষ চিতাবাঘটিকে মেরে ফেলার জন্য লাঠি হাতে চা বাগানের ভিতরে প্রবেশ করে। এরপরই চিতাবাঘটি চা বাগানের ভিতরে যাওয়া আব্দুল রাকিব ও ইরফান ইসলাম নামে দুই যুবককে জখম করে। তাদেকে কোনওক্রমে উদ্ধার করে মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শেষে সন্ধ্যার আগে বনকর্মীরা চিতাবাঘ টিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে কাবু করে। এরপর রবিবার সকালে ওই চিতা বাঘটিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। কি করে ওই বাঘটির মৃত্যু হল তা নিয়ে বনদপ্তর তদন্ত শুরু করেছে।

অবৈধ কয়লা ভর্তি ট্রাক সহ আটক এক

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: অবৈধ কয়লা রোধে জেলা পুলিশ বারবার অভিযান চালালেও পাচারকারীদের রণকৌশল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে কয়লা পাচারের ধারা অব্যাহত।

সেই রূপ পরিস্থিতিতে শনিবার রাত্রে লোকপুর থানার ওসি পার্থ কুমার ঘোষ এর নেতৃত্বে বিশেষ অভিযান চালানো হয় এলাকায়। সেক্ষেত্রে কাঁকরতলা থানা এলাকা থেকে অবৈধ কয়লা ভর্তি ১৬ চাকার ট্রাক লোড হয়ে খয়রাশোল অভিমুখে যাবার পথে লোকপুর থানার সারসা মোড়ে গাড়িটিকে আটক করে লোকপুর থানার পুলিশ। সেই সাথে গাড়ির মধ্যে থাকা এক পাচারকারী কেও আটক করা হয়।

ধৃতকে রবিবার দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিনের আবেদন খারিজ করে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। জানা যায় ধৃত ব্যক্তির নাম চাঁদ মোহাম্মদ, বাড়ি দুবরাজপুর থানার দোবান্দা গ্রামে।গাড়ির মধ্যে থাকা কয়লার পরিমাণ ২৫ টন বলে জানা গেছে। অবৈধ কয়লা কোথায় লোডিং করা হয়েছে এবং কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তা ইতিমধ্যে তদন্তে নেমে পড়েন জেলা পুলিশ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিধায়কের উপস্থিতিতে কর্মীসভা খাকুড়দহে

মোমিন আলি লস্কর ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর এক নম্বর ব্লকে খাকুড়দহ অঞ্চলের খাকুড়দহ ক্লাবের মাঠে বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার উপস্থিতে কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২০২৪সালে লোকসভা নির্বাচন কে পাখির চোখ করে ,যাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাতকে আরো শক্তিশালী ও মজুত করা যায় তাহার উদ্দেশ্য খাকুড়দহ অঞ্চলের উপ-প্রধান ফারুক হোসেন হালদারের নেতৃত্বে খাকুড়দহ অঞ্চলের খাকুড়দহ ক্লাবের মাঠে একটি কর্মী সভা অনুষ্ঠিত করহয়। এদিনের কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার ছাড়াও বারুইপুর ব্লক সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, জয়নগর এক নম্বর ব্লকে পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি এবং জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য তপন কুমার মন্ডল, খাকুড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল প্রধান, সমস্ত সদস্য ও খাকুড়দহ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ জন এবং বিশিষ্ট গুরুজন, নেতৃত্ব।

বুখারীর মজলিস খাদিজাতুল কুবরায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: সোমবার উত্তর ২৪ পরগনার অন্যতম দ্বীনি বালিকা মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হল ইফতিতাহে বুখারীর মজলিস। বসিরহাটের শাঁকচূড়াতে অবস্থিত আল্লামা রহুল আমিন রহঃ এর স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত খাদিজাতুল কুবরা বালিকা এতিমখানা ও মাদ্রাসায় হাদিসের আকর গ্রন্থ সহিহুল বুখারী শরিফের শুভ সূচনা করা হল এদিন। পবিত্র কুরআন তেলাওয়অতের মাধ্যমে এদিন খাদিজাতুল কুবরা বালিকা এতিমখানা ও মাদ্রাসায় দাওয়ায় হাদিসের ক্লাস চালু করা হয়। এদিন অত্র মাদ্রাসাতে পবিত্র ওই হাদিস শরীফের প্রথম পাঠ দান করেন শাহসুফি আল্লামা মুফতি আব্দুল কাইউম সাহেব দা: বা: এবং তিনি আখিরি মোনাজাতও করেন। দাওরা হাদিস শুরু হওয়ার ফলে ছাত্ররিাও হাদিস বিশারদ হয়ে উঠবে। সেই লক্ষ্যে এই বিশেষ হাদিস কোর্সের সূচনা।

এ দিন অন্যন্যাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার ডিরেক্টর মুফতি রজব আলি, প্রধান শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রহমান, মাওলানা ইমরান, মাওলানা মুস্তাকিম নাদবী, মাওলানা মুফতি জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।

ছবি: জাহাঙ্গীর আলম মোল্যা

বাটানগর রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যামন্দিরে ভোট শিক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বজবজ

আপনজন: প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে বাটানগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির এ এক অভিনব ভোট গ্রহণের ছবি উঠে আসে ঐ স্কুলের শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ও স্থানীয় দের চোখে। ছাত্র সংসদ গঠনের উপলক্ষে বিদ্যালয়ের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য মোট সাত জন ছাত্র মনোনয়নপত্র জমা দেয়। মোট ৫৪০ জন বৈধ ভোটারের মধ্যে ভোটদান করেছে ২৩০ জন ছাত্র। নির্বাচন প্রক্রিয়াটি সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত চলেছিল। প্রিসাইডিং অফিসার এবং অন্যান্য নির্বাচনী আধিকারিকের দায়িত্ব সুষ্টুভাবে নির্বাহ করে বিদ্যালয়ের ছাত্ররাই। বিদ্যালয়ের প্রধান শ্রী অমিত ভট্টাচার্য্য (চীফ ইলেকশন কমিশনার) নোডাল শিক্ষক শ্রী নীলাঞ্জন সিংহ রায়(রিটার্নিং অফিসার)-এর তত্ত্বাবধানে সমগ্র নির্বাচন পদ্ধতিটি সুচারু ভাবে সম্পন্ন হয়। সমগ্র প্রক্রিয়াটিতে ছাত্র এবং অভিভাবক-অভিভাবিকাদের উদ্দীপনা ছিলো চোখে পড়ার মতো যদিও এই ধরণের অকাল ভোটের মত বেশ কিছু শিক্ষামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে এই বিদ্যালয় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু শিক্ষানুরাগীদের কাছে ইতিমধ্যে বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছেন এই স্কুল কর্তৃপক্ষ।

প্রথম নজর

মারা গেলেন নামিবিয়ার প্রেসিডেন্ট হেগে জিঙ্গোব

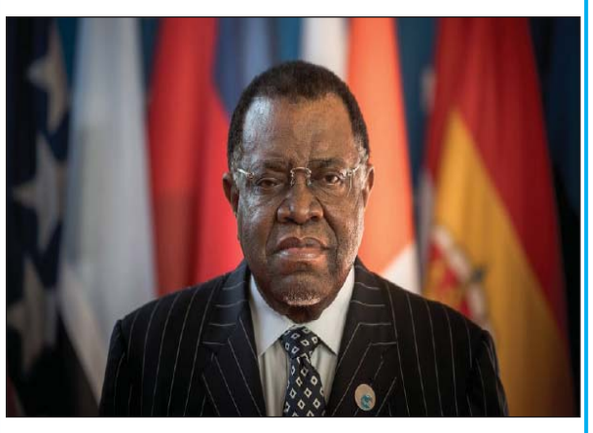

আপনজন ডেস্ক: ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন নামিবিয়ার প্রেসিডেন্ট হেগে জিঙ্গোব।
মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
রোববার সংবাদমাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,
প্রেসিডেন্ট হেগে জিঙ্গোব নামিবিয়ার রাজধানী উইন্ডহোকের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।
দেশটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট নাঙ্গোলো এমবুম্বা এক বিবৃতিতে বলেছেন, মৃত্যুর সময় প্রেসিডেন্ট হেগে জিঙ্গোবের পাশে তার প্রিয় স্ত্রী মাদাম মনিকা জিঙ্গোস এবং তার সন্তানরা ছিলেন।
গত মাসে জনসাধারণের কাছে ৮২ বছর বয়সী এই নেতা ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করেছিলেন। তার অফিস জানিয়েছিল, তিনি চিকিৎসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন।
হেগে জিঙ্গোব ২০১৫ সালে নামিবিয়ার প্রেসিডেন্ট হন। মৃত্যুর সময় তিনি তার দ্বিতীয় এবং চূড়ান্ত মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছিলেন।
এর আগে গত বছর জিঙ্গোব তার শরীরে অস্ত্রপচার করিয়েছিলেন।
আর ২০১৪ সালে তিনি জানিয়েছিলেন, তিনি প্রোস্টেট ক্যান্সার থেকে বেঁচে গেছেন।

সৌদি আরবে প্রায় ১৮ হাজার অভিবাসী আটক

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ দেশ সৌদি আরবে এক সপ্তাহ অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৮ হাজার অভিবাসীকে আটক করা হয়েছে। গত ২৫ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত এ অভিযান চালানো হয়।
শনিবার (৩ ফেব্রুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম সৌদি গ্যাজেট।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এক সপ্তাহের অভিযানে ১৭ হাজার ৮৯৬ জনকে আটক করা হয়েছে। যাদের মধ্যে ১০ হাজার ৮৭৪ জন অভিবাসন আইন, ৪ হাজার ১২৩ জন সীমান্ত নিরাপত্তা আইন এবং ২ হাজার ৮৯৯ জন শ্রম আইন ভঙ্গের অভিযোগে আটক হয়েছেন। অপরদিকে সৌদিতে অবৈধভাবে প্রবেশের সময় আটক হয়েছেন ৯৩৭ জন। যার মধ্যে ২৯ শতাংশ ইয়েমেনি, ৬৯ শতাংশ ইথিওপিয়ার এবং দুই শতাংশ অন্যান্য দেশের।
এছাড়া অভিযানে অবৈধভাবে সৌদি থেকে অন্য দেশে যাওয়ার চেষ্টাকালে ৪৮ জনকে আটক করা হয়েছে। অবৈধ অভিবাসীদের পরিবহন, আশ্রয় দেওয়ার কারণে আরও সাতজন আটক হয়েছেন।
দেশটির একটি সরকারি সূত্র জানিয়েছে, বর্তমানে আইন ভঙ্গের কারণে আটক প্রবাসীর সংখ্যা ৫৬ হাজার ৬৮৬ জনে পৌঁছেছে।
সৌদির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আবারও হুঁশিয়ারি দিয়েছে, যারা অবৈধভাবে সৌদিতে অভিবাসী আনবেন এবং আশ্রয় দেবেন বা অন্য কোনো উপায়ে সহায়তা করবেন; তাদের ১৫ বছরের বেশি কারাদণ্ড এবং এক মিলিয়ন রিয়াল (প্রায় তিন কোটি টাকা) জরিমানা করা হবে।
এছাড়া অবৈধ অভিবাসীদের আশ্রয়ের জন্য যে বাড়ি ও যানবাহন ব্যবহার করা হবে সেগুলো জব্দ করা হবে। এমনকি নিজ খরচে তাদের স্থানীয় পত্রিকায় ছবি ছাপাতে হবে।
এছাড়া যারা আইন ভঙ্গের সঙ্গে জড়িত থাকবে তাদের ধরিয়ে দিতে অন্যদের আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করার অনুরোধও জানিয়েছে সৌদি।

মক্কা শরিফ থেকে ৫০০ কিলোমিটার সাইকেলযাত্রা

আপনজন ডেস্ক: মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হিজরতের পথ ধরে মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশে সাইকেল যাত্রা শেষ হয়েছে। ৫৫০ কিলোমিটারের দীর্ঘ এ পথ পাড়ি দেন যুক্তরাজ্যের হিজরাহ রাইড নামের একটি সাইক্লিং ক্লাব। এ সময় ফিলিস্তিনের গাজাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিপন্ন মানুষদের জন্য দুই লাখ ২৩ হাজার ডলারের বেশি অনুদান সংগ্রহ করা হয়।
যাত্রাটি গত সোমবার (২৯ জানুয়ারি) থেকে শুরু হয়ে গতকাল শনিবার (৩ ফেব্রুয়ারি) মদিনায় পৌঁছে শেষ হয়।
সৌদি আরবের শহর দুটিতে এ নিয়ে তৃতীয়বার সাইকেলযাত্রাটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংগৃহীত পুরো অর্থ ব্রিটিশ দাতব্য প্রতিষ্ঠান মুনতাদা এইডের মাধ্যমে হৃদরোগে আক্রান্ত শিশু, যুদ্ধবিগ্রহ ও দুর্ভিক্ষে আক্রান্তদের জন্য ব্যয় করা হবে।
তা ছাড়া গাজায় যুদ্ধাহতদের জন্য ত্রাণ সহায়তা পাঠানো হবে।
অনুদান সংগ্রহে দাতব্য সংস্থাটির সহযোগী হিসেবে রয়েছে এইচ অ্যান্ড কে সাইকেল ক্লাব।
মক্কা থেকে মদিনায় সাইকেল যাত্রা এর প্রতিষ্ঠাতা শামসুল আবেদিন হিজরাহ রাইডের আগে ১৭টি দেশের ৫১টি শহরে সাইকেল ভ্রমণ করেছেন। তিনি বলেন, এ বছর সাইকেল ক্লাবের ৪২ সদস্য দুটি দলে বিভিক্ত হয়ে হিজরাহ রাইডে অংশগ্রহণ করেন। তিন দিনের ক্লান্তিকর এ যাত্রা থেকে সংগৃহীত অর্থ ব্রিটেনভিত্তিক দাতব্য সংস্থা মুনতাদা এইডকে দেওয়া হবে।
সংস্থাটি হৃদরোগে আক্রান্ত সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিনা মূল্যে অস্ত্রোপচারে ব্যয় করবে।
তা ছাড়া কূপ, স্কুল, হাসপাতালও নির্মাণ করা হবে।
সাইকেলযাত্রা শুরু হওয়ার কয়েক দিন আগে সবাই লোহিত সাগরের তীরবর্তী জেদ্দা শহরে জড়ো হয়। এরপর মক্কায় গিয়ে পবিত্র ওমরাহ পালন করে কৃষি অঞ্চল তায়েফ ভ্রমণ করে। সেখান থেকে সাইকেল দলটি মক্কা থেকে প্রায় ১৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কিং আবদুল্লাহ ইকোনমিক সিটির (কেএইসি) উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। তবে ১২০ কিলোমিটার পথচলার পর তীব্র তাপ ও উষ্ণতার কারণে একটি রিসোর্টে যাত্রাবিরতি দেয়।
পরদিন সেখান থেকে বদর প্রান্তের উদ্দেশে বের হয়। ১৮৪ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ অতিক্রমকালে তারা প্রচণ্ড ঝড়ের সম্মুখীন হয়। দীর্ঘ ১১ ঘণ্টা পর তারা বদর এলাকায় পৌঁছে। সেখান থেকে পুনরায় যাত্রা শুরু করে মদিনা থেকে ৮ কিলোমিটার দূরত্বে সাইকেল ক্লাবের উভয় দল সমবেত হয় এবং একত্রে মদিনায় প্রবেশ করে।
মক্কা থেকে মদিনায় সাইকেল যাত্রা ২০১২ সাল থেকে বিশ্বের ১২টি দেশে দাতব্য কার্যক্রম পরিচালনা করে মুনতাদা এইড। লিবিয়া, মিসর, ইয়েমেন, সুদানসহ বিভিন্ন দেশে দাতব্য সংস্থাটি কাজ করছে।
গত এক দশকে এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিভিন্ন রাইডের মাধ্যমে ২.৩ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে সৌদি আরবের হিজরাহ রাইডের মাধ্যমে পাঁচ লাখ ডলার সংগ্রহ করা হয়।
মুনতাদা এইডের প্রগ্রাম ম্যানেজার কবির মিয়া বলেন, ‘লিটল হার্টস প্রকল্পের অর্থ সংগ্রহে আমাদের সঙ্গে পুনরায় যুক্ত হওয়ায় হোপ অ্যান্ড নলেজ সাইকেল ক্লাবের প্রতি আমরা খুবই কৃতজ্ঞ।
তৃতীয়বারের মতো এমন কঠিন রাইড গ্রহণ করায় আমরা বেশ অবাক হয়েছি। যাহোক সাহসিকতার জন্য সব রাইডারের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। কারণ তারা গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহায়তা করে আমাদের অকাতরে দান করছে।’

টানা ১৭ সপ্তাহ ধরে মসজিদুল আকসা প্রায় মুসল্লিশূন্য

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিন অধিকৃত জেরুজালেমের পবিত্র মসজিদুল আকসায় প্রবেশে বিধি-নিষেধ অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েলি পুলিশ। গত ৭ অক্টোবর গাজায় ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ শুরুর পর থেকে টানা ১৭ সপ্তাহ ধরে জুমার নামাজে প্রায় মুসল্লিশূন্য রয়েছে পবিত্র এ মসজিদের প্রাঙ্গণ।
সর্বশেষ গত ২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জুমার নামাজে এ মসজিদে মাত্র ১৩ হাজার মুসল্লি জুমার নামাজ পড়েন।
জেরুজালেমের ইসলামিক ওয়াকফ বিভাগ জানিয়েছে, ‘গত ৭ অক্টোবর গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে মসজিদে আকসায় প্রবেশে কঠোরতা বাড়িয়েছে ইসরায়েলি পুলিশ।
আর জুমার দিন তাদের বিধি-নিষেধ আরো কঠোরভাবে পালন করা হয়। সাধারণত এখানে ৫০ হাজারের বেশি মুসল্লি জুমা পড়লেও আজ মাত্র ১৩ হাজার লোক জুমার নামাজ পড়েছেন। ফলে মসজিদ প্রাঙ্গণ প্রায় মুসল্লিশূন্য ছিল বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা।’
ওয়াকফ বিভাগ আরো জানায়, পবিত্র আকসা মসজিদে মুসল্লিদের প্রবেশে বাধা দিতে বিভিন্ন স্থানে চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়।
সেখানে শুধু ৬৫ বছরের বেশি বয়সী মুসল্লিদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। ফলে মসজিদে প্রবেশ করতে না পেরে এর আশপাশের সড়কে নামাজ পড়েন তারা।
উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর থেকে ১২০ দিন ধরে গাজা উপত্যকায় নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়ে আসছে ইসরায়েল। এতে ২৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়, যার মধ্যে অর্ধেকের বেশি শিশু ও নারী।

আর্জেন্টিনায় সরকারবিরোধী বিক্ষোভ, হতাহত ৬০

আপনজন ডেস্ক: সরকারবিরোধী বিক্ষোভকারী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে আর্জেন্টিনায় কয়েক ডজন মানুষ আহত হয়েছেন।
শনিবার সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সির খবরে বলা হয়েছে, সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হ্যাভিয়ার মিলেই কর্তৃক প্রস্তাবিত একটি সর্বজনীন বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বামপন্থিরা কংগ্রেসের সামনে বিক্ষোভ করার সময় নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে।
নিরাপত্তা বাহিনী বিক্ষোভকারীদের দমাতে জলকামান ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করলে ৬০ জন আহত হয়। সংঘাতের জেরে ছয়জনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশের টিয়ার গ্যাসে সাংবাদিকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।
শ্রমিক সংগঠন, ছাত্র গোষ্ঠী এবং বিরোধী প্রতিনিধিরা সরকারবিরোধী এই বিক্ষোভকে সমর্থন করেছিল। বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশের অসম শক্তি ব্যবহার করার অভিযোগ এনে বিরোধী দলগুলো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্যাট্রিসিয়া বুলরিচের সমালোচনা করেছেন।
‘নেসেসিটি অ্যান্ড আরজেন্সি ডিগ্রি’ শিরোনামের প্রস্তাবিত বিলে অর্থনৈতিক নীতি পরিবর্তনসহ সরকারি প্রতিষ্ঠান বেসরকারি করার কথা বলা হয়েছে।
আর্জেন্টিনা গত এক যুগের মধ্যে সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছে। ইতোমধ্যে, মূল্যস্ফীতি প্রায় ২০০ শতাংশ। গত বছরের ডিসেম্বরের নির্বাচনের পরপরই এটিই প্রেসিডেন্ট হাভিয়ার মাইলির সামনে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা।
বিলটি পাস করতে হলে মাইলিকে কংগ্রেসের উচ্চ ও নিম্ন দুই কক্ষকেই জোটবদ্ধ করতে হবে। উত্থাপিত বিলটি বুধবার নিম্ন কক্ষে পাস হলে, তা পরের সপ্তাহে সিনেটের উচ্চ কক্ষে উত্থাপিত হবে। বিনিয়োগকারী ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের উপর জোরালো প্রভাব ফেলবে নতুন এই বিলটি।

অর্থনীতি চাঙা করতে থাইল্যান্ড-শ্রীলংকার মুক্তবাণিজ্য চুক্তি

আপনজন ডেস্ক: অর্থনীতি চাঙা করতে থাইল্যান্ডের সঙ্গে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) করেছে শ্রীলংকা। এমন পদক্ষেপে অর্থনৈতিক সংকট কাটবে বলে আশা করছে কলম্বো।
গত এক দশকের মধ্যে চরম অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে শ্রীলংকা। বিশ্ব ব্যাংক জানিয়েছে গত বছর দেশটির অর্থনীতি ৩ দশমিক ৮ শতাংশ সংকোচিত হয়। বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে দেউলিয়া হয়ে যায় দেশটি।
শ্রীলংকার প্রেসিডেন্টের মিডিয়া অফিস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, চুক্তিতে পণ্যের বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শুল্ক প্রক্রিয়া ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বাজার ব্যবস্থায় সুযোগ বাড়ানোও এই পদক্ষেপের অন্যতম লক্ষ্য।
থাই প্রধানমন্ত্রী স্রেথা থাভিসিনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল অন্যান্য চুক্তিসহ এফটিএ সই করতে শনিবার কলম্বো পৌঁছায়।
রোববার শ্রীলংকার ৭৬তম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানেও যোগ দেবেন স্রেথা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের দুই লাখ বাড়ি হস্তান্তর করবে তুরস্ক

আপনজন ডেস্ক: ২০২৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি স্মরণকালের সবচেয়ে বড় দুর্যোগের সম্মুখীন হয় তুরস্ক। সাত দশমিক আট মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয় দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের ১১টি প্রদেশ। নিহত হন ৫০ হাজারের বেশি মানুষ। ধ্বংস হয়ে যায় লাখ লাখ বাড়ি। ভূমিকম্পের পর বিধ্বস্ত এলাকায় নতুন করে অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের ঘোষণা দেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যিপ এরদোগান। এরই অংশ হিসেবে কিছু নতুন বাড়ির চাবি হস্তান্তর করা হয়েছে ভুক্তভোগীদের মাঝে। শনিবার (৩ ফেব্রুয়ারি) বাড়ির চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে এরদোগান বলেন, আজকে আমরা হাতায়ে এলাকায় ৭ হাজার ২৭৫টি বাড়ি হস্তান্তর করছি। এই অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে ৪০ হাজার বাড়ি হস্তান্তর করা হবে বলেও জানান তিনি। গত বছর ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত এলাকাগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম।
বিধ্বস্ত এলাকায় আগামী দুই মাসের মধ্যে ৭৫ হাজার বাড়ি হস্তান্তর করার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন এরদোগান। তুরস্কের সরকার এ বছরের মধ্যে দুই লাখ বাড়ি হস্তান্তর করবে। দেশটির নগরায়ণমন্ত্রী মেহমেত ওজাসেকি ভূমিকম্পে তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলে মোট ৬ লাখ ৮০ হাজার বাড়ি ধ্বংস হয়। এর মধ্যে ৩ লাখ ৯০ হাজার পরিবার বাড়ি পাওয়ার জন্য আবেদন করেছে। তুরস্ক ও সিরিয়ার সীমান্ত বরাবর গত ৬ ফেব্রুয়ারি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল। শুক্রবার (২ ফেব্রুয়ারি) তুরস্কের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় নতুন করে মৃত্যুর সংখ্যা প্রকাশ করেছে। এতে দেখা গেছে, দেশটিতে আঘাত হানা ওই ভয়াবহ ভূমিকম্পে ৫৩ হাজার ৫৩৭ জন মারা গেছেন। ফলে দুই দেশ মিলিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬০ হাজার।
সিরিয়ার সরকার জানিয়েছে, ৭ দশমিক ৮ মাত্রার ওই ভূমিকম্পে তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় এক হাজার ৪১৪ জন নিহত হয়।
কিন্তু উত্তর সিরিয়ায় তুরস্কের সমর্থিত কর্মকর্তরা জানিয়েছে, বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ৪ হাজার ৫৩৭ জন নিহত হয়েছেন। ফলে দুই দেশের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পটিতে ৫৯ হাজার ৪৮৮ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। এর আগে সবচেয়ে বড় প্রাণঘাতী ভূমিকম্প হয় পেরুতে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩৩ মি.

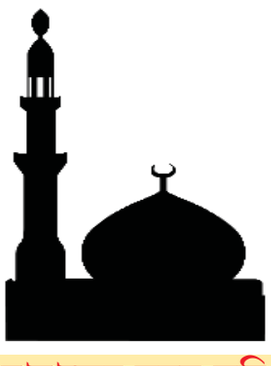

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫১	৬.১৩
যোহর	১১.৫৫	
আসর	৩.৫১	
মাগরিব	৫.৩৩	
এশা	৬.৪৩	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

প্যারিসে ট্রেন স্টেশনে ছুরি হামলায় আহত ৩

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের প্রধান ট্রেন স্টেশনে ছুরিকাঘাতে তিন জন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
শনিবার (৩ ফেব্রুয়ারি) সকালের এই হামলায় এক ব্যক্তি পেটে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। এই ঘটনার সন্দেহভাজনকে পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারী মালির নাগরিক। তার কাছে ইতালির ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে।
সাম্প্রতিক সময়ে প্যারিসে বেশকিছু ছুরি হামলার ঘটনা ঘটেছে।

ভয়াবহ দাবানলে পুড়ছে চিলি, নিহত বেড়ে ৫১

আপনজন ডেস্ক: ভয়াবহ দাবানলে পুড়ছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ চিলি। দেশটিতে ভয়াবহ দাবানলে এখন পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন ৫১ জন। এরই মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে দেশটির সরকার।
সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, ভয়াবহ এই দাবানলে সারা দেশে ৪৩ হাজার হেক্টরেরও বেশি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির স্বারাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। দাবানলে আনুমানিক ১ হাজার ১শ বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
ভালপারাইসোর প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি পাওলা গুতেরেস বলেছেন, উচ্চ তাপমাত্রার কারণেই দাবানলের সূত্রপাত হয়েছে। তিনি আরও জানান, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে, আগুনের কাছাকাছি একটি রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল; যাতে জরুরী নিরাপত্তা কর্মীরা নির্বিঘ্নে তাদের কাজ করতে পারে। বন বিভাগের কর্মকর্তা জানান, দাবানল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ১০টি বিমান মোতায়েন করা হয়েছে।
পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্থানীয় সময় শনিবার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন চিলির প্রেসিডেন্ট গ্যাব্রিয়েল বোরিক। নিহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
ভালপারাইসোর রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি সোফিয়া গঞ্জালেজ কর্টেস বলেছেন, জরুরি অবস্থা মার্গা মার্গা এবং ভালপারাইসো প্রদেশের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে।

ইরানের চারপাশে মোতায়েন রয়েছে ৪৫ হাজার মার্কিন সেনা

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের ১১ দেশে কয়েক দশক ধরেই বেশ কিছু সামরিক ঘাঁটি পরিচালনা করছে যুক্তরাষ্ট্র। নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বছরের পর বছর ধরে হাজার হাজার সেনা মোতায়েন করেছে। ইরানের চারপাশের এসব দেশগুলোতে ৪৫ হাজারেরও বেশি সেনা মোতায়েন করে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র। মধ্যপ্রাচ্য ছাড়াও বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলোতেও মার্কিন ঘাঁটি রয়েছে।
সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশে প্রায় ৭৫০টি মার্কিন ঘাঁটি রয়েছে।
২০২৩ সালের অক্টোবরের সর্বশেষ উপলব্ধ তথ্য অনুযায়ী, মধ্যপ্রাচ্যের ১১ দেশে প্রায় ৪৫ হাজার ৪০০ মার্কিন সেনা রয়েছে। ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্সের (ডিওডি) বরাত দিয়ে মার্কিন অনলাইন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস এ তথ্য জানিয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশগুলোতে মার্কিন স্বার্থ রক্ষা করার পাশাপাশি ইসলামিক স্টেট জঙ্গিদের (আইএসআইএস) বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসব সেনা মোতায়েন করা হয়েছে।

হামলার জবাব হামলা দিয়েই দেওয়া হবে: হুথি গোষ্ঠীর হুঁশিয়ারি

আপনজন ডেস্ক: লোহিত সাগরে জাহাজ চলাচল নিয়ে উত্তেজনা পরিস্থিতির জেরে ইয়েমেনের সশস্ত্র হুথি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর ৩৬টি লক্ষ্যবস্তুতে শনিবার রাতে হামলা চালিয়েছে আমেরিকা ও ব্রিটেন। তবে এসব হামলার জবাব হামলা দিয়েই দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিদ্রোহী গোষ্ঠীটি।
হুথির রাজনৈতিক পরিষদের অন্যতম শীর্ষ নেতা মোহাম্মদ আল বুখাইতি এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) তিনি বলেন, ফিলিস্তিনের গাজার অবরোধ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত হুথি গোষ্ঠীর এই সামরিক অভিযান অব্যাহত থাকবে। ইয়েমেনে সর্বশেষ মার্কিন ও ব্রিটিশ হামলার জবাব দেওয়া হবে। এ সময় তিনি বলেন, উত্তেজনার (হামলার) জবাব উত্তেজনা (হামলা) দিয়ে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, ইয়েমেনের বেশ কয়েকটি প্রদেশে মার্কিন-ব্রিটিশ জোটের বোমা হামলা আমাদের অবস্থানের পরিবর্তন করবে না। আমরা নিশ্চিত করছি যে, গাজায় গণহত্যা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এবং এর বাসিন্দাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া অবরোধ তুলে নেয়া না হওয়া পর্যন্ত ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আমাদের সামরিক অভিযান অব্যাহত থাকবে। এজন্য আমাদের যত ত্যাগের প্রয়োজন আমরা করব। তিনি আরো বলেন, আমাদের যুদ্ধ নৈতিক। আমরা যদি গাজায় নিপীড়িতদের সমর্থন করার জন্য হস্তক্ষেপ না করতাম, তাহলে মানুষের মধ্যে মানবতা থাকত না।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ২০ মাঘ ১৪৩০, ২৩ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

ঐক্যসাধন

প্রেসিডেন্ট হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম বত্সরে যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে হামলার ২০ বত্সর পূর্তি অনুষ্ঠানে জো বাইডেন একটি ভিডিও-বার্তায় বলিয়াছিলেন–'ঐক্যই আমাদের বড় শক্তি।' ইউনাইটেড তথা ঐক্যবদ্ধ থাকিবার মধ্যেই পুঞ্জীভূত হয় বৃহত্ শক্তি। আমরা যদি মহাবিশ্বের দিকে তাকাই, দেখিতে পাইব সেইখানে রহিয়াছে পুঞ্জীভূত মহাশক্তির মহাসম্মিলন। তাহা ছড়াইয়া রহিয়াছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি স্তরে। সেইখানে সম্মিলিত পুঞ্জীভূত শক্তি মিলিয়াই তৈরি করিতেছে নক্ষত্র। অর্থাত্ সম্মিলন তথা ঐক্য ব্যতীত কখনোই বড় শক্তি তৈরি হয় না। এইভাবেই এই জগত্ তৈরি হইয়াছে, যাহা অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্যের ব্যাপারে গ্রেট অটোম্যান সুলতান সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট ষোড়শ শতাব্দীতে বলিয়াছিলেন, 'মহান আল্লাহ ভিন্নতা পছন্দ করেন। তাহা না হইলে এক রঙের ফুলই সৃষ্টি করিতেন; দেখা যাইত সকল জায়গায় একই রঙের পাখি, একই রঙের মানুষ। কিন্তু আমরা একেক জন একেক রকম। কারণ, বিচিত্রতাই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য।'

সুতরাং আমাদের চারিদিকেও ভিন্নতা থাকিবে–ইহাই স্বাভাবিক। ইহাই জগতের নিয়ম। মনে রাখিতে হইবে, নিজের ভাগ্য নিজেকেই গড়িতে হয় এবং তাহা পরিশ্রম করিয়া আদায় করিতে হয়। কোথাও অন্যায়-অবিচার হইলে তাহার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ানোটাই দস্তুর। সুতরাং সচেতন নাগরিক হিসাবে আমাদেরও কর্তব্য রহিয়াছে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা। এই জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকিতে হইবে। আর ঐক্যের অভাব ঘটিলে কী হইতে পারে–ইহা লইয়া অসংখ্য নীতিগল্প রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে একটি প্রচলিত গল্পের পুনঃপাঠ করা যাক। গল্পটি সংখ্যাবিষয়ক। একবার স্কুলের ক্লাসে 'সংখ্যা-৯' 'সংখ্যা-৮'-কে চাপিয়া ধরিয়া হেনস্তা করিল। সংখ্যা-৮ বলিল–তুমি আমাকে আঘাত করিলে কেন? সংখ্যা-৯ বলিল–আমি বড়, তাই তোমাকে মারিতে পারি। তখন সংখ্যা-৮ জ্যেষ্ঠতার অধিকার লইয়া সংখ্যা-৭-কে মারিল! সংখ্যা-৭ ঘুরিয়া সংখ্যা-৬-কে মারিল! এইভাবে চলিতে চলিতে শেষ পর্যন্ত 'সংখ্যা-২' যখন 'সংখ্যা-১'-কে মারিল 'সংখ্যা-০' (শূন্য) তখন ভাবিল–এইবার তো আমার পালা! আমার চাইতে ছোট কেহ নাই। সে নিরাপত্তার আশায় একটু দূরে গিয়া বসিল। 'সংখ্যা-১' তখন গিয়া '০' (শূন্য)-র বাম পাশে বসিয়া বলিল–আমি তোমাকে মারিব না। শূন্য হইলেও তোমাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু ১ গিয়া ০-এর বাম পাশে বসিবার কারণে তাহারা দুইয়ে মিলিয়া হইয়া গেল ১০! অর্থাত্ সকলের চাইতে বড়। এই নীতিগল্পটি বলিয়া দেয়–'ঐক্যবদ্ধ' থাকিলে সকলকে ছাড়াইয়া যাওয়া যায়। সুতরাং আমাদের মধ্যে ঐক্য থাকিতে হইবে। আমরা যদি 'এক' থাকি, তাহা হইলে আমাদের ভাগ্য লইয়া কেহ ছিনিমিনি খেলিতে পারিবে না। আমাদের ধর্মেও পারস্পরিক ঐক্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতিকে অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং মানবজাতির জন্য কল্যাণকর বলিয়া মনে করা হয়। সুরা-৯ তওবা, আয়াত-৯২-এ বলা হইয়াছে, 'এই যে তোমাদের জাতি, এই তো একই জাতি আর আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব তোমরা (ঐক্যবদ্ধভাবে) আমারই ইবাদত করো।'

সুতরাং আমাদের ঐক্যসাধন প্রয়োজন। যেই এলাকায় জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ রহিয়াছে, সেই এলাকার মানুষেরা কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের স্বাদ পাইতেছে। এই জন্য বলা হয়, বিভাজন নহে, ঐক্যই উন্নয়নের সবচাইতে বড় সহায়ক। এই জন্য সকলকে সচেতন হইতে হইবে। মানুষ সচেতন না হইলে অন্ধকার দূর হইবে না। এই জন্য কাজী নজরুল ইসলাম বলিয়াছেন–'আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে?'

২০২৪ সাল কি নতুন ১৯৩৩ হতে যাচ্ছে

২০২৪ সালের সম্ভাব্য ঘটনাগুলো এতটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন যে অনেকেই সেসব নিয়ে চিন্তাও করতে চান না। ১৯৩৩ সালে উদারপন্থীরা যেভাবে শুভ ইচ্ছা বা উইশ ফুল থিঙ্কিং ব্যক্ত করে বলতেন, হিটলার অচিরেই পড়ে যাবেন, ঠিক সেভাবেই কেবল উইশ ফুল থিঙ্কিং আমাদের বিচারবোধকে আচ্ছন্ন করে রাখছে। লিখেছেন **মার্ক জোনস**।

১৯৩৩ সালের ৩০ জানুয়ারি। ওই দিন অ্যাডলফ হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর হন। হিটলারের সমর্থকদের কাছে এটি ছিল 'জাতীয় বিপ্লব' এবং 'পুনর্জন্মের' দিন।

হিটলারের সমর্থকদের বিশ্বাস ছিল, জার্মানির ১৪ বছরের উদার গণতান্ত্রিক ভাইমার (ভাইমার জার্মানির একটি শহর। শহরটি জার্মানির মানবতাবাদী আন্দোলনের সূতিকাগার। জার্মানিতে ১৯১৯ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ের মানবতাবাদী আদর্শভিত্তিক সরকারব্যবস্থাকে 'ভাইমার রিপাবলিক' বলা হয়ে থাকে) 'সিস্টেমের' পর সেখানে হিটলারের মতো একজন কর্তৃত্ববাদী শক্তিশালী ব্যক্তির দরকার ছিল।

হিটলার যেদিন চ্যান্সেলর হন, সেই রাতে বাদামি শার্ট পরা হিটলারের অনুগামীরা একটি নতুন যুগের সূচনা করার জন্য মধ্য বার্লিনের বুক চিরে শোভাযাত্রা বের করেছিলেন।

এটি জনতুষ্টিবাদী প্রতারণার ইতিহাসের একটি জয়ের মুহূর্ত ছিল। ভাইমার প্রজাতন্ত্রের প্রথম দিন থেকেই ভাইমার বিরোধিতাকারীরা ভাইমারপন্থীদের রাজনীতিকে মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে আক্রমণ করে আসছিলেন। তাঁরা প্রচার করছিলেন, ভাইমার গণতন্ত্র হলো ইহুদি ও সমাজতন্ত্রীদের একটি গুপ্ত সংগঠনের মিশন। ভাইমারবিরোধীরা প্রথম থেকেই বলে আসছিলেন, ভাইমাররা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয় নিশ্চিত করতে 'জার্মানির পিঠে ছুরি মেরেছিল'। আজ বিশ্বে খুব কম লোকই পাওয়া যাবে, যাঁরা এ কথা অস্বীকার করবেন যে হিটলারের আবির্ভাব বিশ্বের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও হলোকাস্টের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার শুরুটা তাঁর হাত ধরেই হয়েছিল। অবশ্য নাৎসিদের দাবি ছিল , হিটলার 'ক্ষমতা দখল করেননি' বরং (হিটলারের জীবনীকার ইয়ান কারশের ব্যাখ্যামতে) তিনি প্রভাবশালী লোকদের একটি ছোট গ্রুপের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে ক্ষমতার কেন্দ্রে এসেছিলেন।

এই গ্রুপের মধ্যে ফ্রাঞ্জ ফন পাপেন নামের একজন ছিলেন, যিনি ১৯৩২ সালে জার্মানির চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, ১৯৩২ সালের রাইখস্ট্যাগ নির্বাচনের পর সবচেয়ে বড় শক্তি হলো হিটলার এবং নাৎসি পার্টি। তিনি মনে করেছিলেন, এই দুই শক্তিকে একটি রক্ষণশীল অ্যাজেন্ডা এগিয়ে নিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ২০২৪ সালের সম্ভাব্য ঘটনাগুলো এতটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন যে অনেকেই সেসব নিয়ে চিন্তাও করতে চান না। ১৯৩৩ সালে উদারপন্থীরা যেভাবে শুভ ইচ্ছা বা উইশ ফুল থিঙ্কিং ব্যক্ত করে বলতেন, হিটলার অচিরেই পড়ে যাবেন, ঠিক সেভাবেই কেবল উইশ ফুল থিঙ্কিং আমাদের বিচারবোধকে আচ্ছন্ন করে রাখছে। একইভাবে জার্মানির প্রেসিডেন্ট সাবেক ফিল্ড মার্শাল পল ভন হিন্ডেনবার্গ রাজতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে হিটলারকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হিটলারের নির্মম নেতৃত্ব, নাৎসি সহিংসতা এবং সরকারযন্ত্রে হুড়োহুড়ি করে জার্মান জনসাধারণের যোগদানের কারণে এই রক্ষণশীলদের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। জার্মানদের মধ্যে জাতীয় জাগরণের চেতনা জেগে ওঠে। হিটলারের বিরোধিতা করা উদারপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা হয় সহিংসতার শিকার হয়েছিলেন, নয়তো নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিলেন। পরিস্থিতি যত খারাপ হচ্ছিল, তত তাঁরা নিজেদের এই বলে আশ্বস্ত করছিলেন যে হিটলারের শাসন শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়বে। নাৎসিদের অন্তঃকলহ অবশ্যই নতুন সরকারের অবসান ঘটাবে। উদারপন্থী এবং সমাজতন্ত্রীদের বাইরে জার্মান সমাজের একটি বৃহত্তর অংশ অনুমান করেছিল, হিন্ডেনবার্গ (যিনি দলমত-নির্বিশেষে সব জার্মান নাগরিকের প্রেসিডেন্ট হবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন) হিটলারের রাশ টেনে ধরবেন। অন্যরা আশা করেছিলেন, অন্তত সেনাবাহিনী তাঁকে লাগামছাড়া হতে দেবে না। কিন্তু ভাইমার রিপাবলিকের শেষ বছরগুলোতে হিটলার সবাইকে একেবারে বোকা বানিয়ে দিলেন। ইতিহাসবিদ পিটার ফ্রিটশে দেখিয়েছেন, হিটলার চ্যান্সেলর হওয়ার ১০০ দিনের মধ্যেই ক্ষমতা পাকাপোক্তকরণের জন্য নাৎসিদের নৃশংস অভিপ্রায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৩৩ সালের গ্রীষ্মের শেষ নাগাদ জার্মান সমাজ হিটলারের রাজনৈতিক লাইনে চলে এল। স্বাধীন রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন অথবা সাংস্কৃতিক সংগঠন বলে তখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। শুধু খ্রিষ্টান গির্জাগুলোই তখন কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারছিল। এক বছর পর, ১৯৩৪ সালের দৃশ্যে হিটলার নিজ দলের প্রতিদ্বন্দ্বীদের হত্যা করার আদেশ দেন এবং ২ আগস্ট হিন্ডেনবার্গের মৃত্যুর পর তিনি নিজেকে জার্মান ফুয়েরার হিসেবে ঘোষণা করেন। এর মধ্য দিয়ে হিটলারের একনায়কত্ব সম্পন্ন হয়। তত দিনে হিটলারের প্রথম কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলো চালু হয়ে গিয়েছিল এবং জার্মান অর্থনীতিকে যুদ্ধের পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ইতিহাসের এই সময় আজও খুব প্রাসঙ্গিক রয়ে গেছে। এ বছর যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক কোটি মানুষ ভোট দিতে যাচ্ছেন; যদিও সেই ভোটে অনেকে গণতন্ত্রের হুমকিতে পড়ার অশনিসংকেত দেখা যাচ্ছে। অনেক বিশ্লেষক বেশ উচ্চকিতভাবে বলছেন, এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ১৯৩৩ সাল ২০২৪ সালেই ফিরে আসবে। এবার ঠিক এক বছর পরের সময়টা কল্পনা করুন, যখন সমগ্র বিশ্বে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবে।

কল্পনা করুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেনের ওপর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সমগ্র পূর্ব ইউরোপে একটি নতুন রুশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলার যে স্বপ্ন ভ্লাদিমির পুতিন লালন করছেন, তাতে ন্যাটো আর কোনো প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে না। পুতিনের আগ্রাসী অভিযান ঠেকিয়ে দিতে ইউরোপের ঐক্যবদ্ধ প্রতিক্রিয়ার পথে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের কট্টর দক্ষিণপন্থী দলগুলো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পোল্যান্ড, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া ও লাটভিয়া নিজের মতো করে অগ্রসর হচ্ছে। গাজা যুদ্ধ আঞ্চলিক সংঘাতে পরিণত হয়েছে এবং পুতিন তাঁর দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের আরেক দফা পরীক্ষা চালিয়েছেন।

এই মহা বিশৃঙ্খলার মধ্যে চীন তাইওয়ান দখলের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল।

ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

আপন কণ্ঠ

মহিউদ্দিন সরকারকে আল্লামা ড. মোহাম্মদ ইকবাল স্মৃতি পুরস্কার

গত ২৬ জানুয়ারি ২০২৪ শুক্রবার সন্ধ্যায় ৪৭-তম আন্তর্জাতিক বইমেলার প্রেস কর্ণারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে 'উদার আকাশ আল্লামা ড. মোহাম্মদ ইকবাল স্মৃতি পুরস্কার'-এ ভূষিত হলেন সমকালীন সময়ের এ-বাংলার প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, বহুগ্রন্থ প্রণেতা জনাব মহিউদ্দিন সরকার। 'আপনজন'-এ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত (২৮/০১) এ-সংক্রান্ত সচিত্র প্রতিবেদন 'আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল স্মৃতি পুরস্কৃত পেলেন মহিউদ্দিন সরকার' পড়ে যারপরনাই অভিভূত হলাম। ছবিতে দেখা যাচ্ছে বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ কবিতা একাডেমির মাননীয় সভাপতি কবি সুবোধ সরকার জনাব মহিউদ্দিন সরকারের হাতে মানপত্র তুলে দিচ্ছেন। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত মহিউদ্দিন সরকারের 'ইসলামের পরিচয়' শীর্ষক গ্রন্থের জন্য 'উদার আকাশ' পত্রিকা ও প্রকাশন সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁকে এই মহার্ঘ্য সম্মাননা প্রদান করা হল।

আজকের এই নৈতিকতা বর্জিত নৈরাশ্যধূসর হতাশাপূর্ণ বন্ধ্যা সময়ে বিবেকহীন মানুষ যখন যশ-খ্যাতি আর লাগামহীন অর্থ উপার্জনের নেশায় মত্ত হয়ে দিগ্বিদিক ছুটে চলছে, ঠিক সেই সময় মহিউদ্দিন সরকার নির্মোহভাবে জ্ঞান সাধনায় রত রয়েছেন। অবসরকালীন জীবনের শেষ সময়টা বিলাস-বৈভবের মধ্যে অতিবাহিত না করে কলম-সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। নিরন্তর কুরআন-হাদিস চর্চার মাধ্যমে সেই আলোর খনি থেকে মনিমানিক্য সংগ্রহ করে ক্লান্তিহীনভাবে একের পর এক আলোকোজ্জ্বল গ্রন্থ রচনা করে তা বাঙালি পাঠকদের হাতে উপহার দিয়ে চলেছেন।

জীবনের অন্তিম সময়ে এসে বাংলার মানুষের কাছে ইসলামের অলৌকিক শান্তির বাণীসমূহ পৌঁছে দেবার জন্য তাঁর অন্তরাত্মা উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। মুসলমানদের ঈমানী চেতনা বৃদ্ধির পাশাপাশি পৃথিবীকে বিভেদ-বিশৃঙ্খলা মুক্ত একটা শান্তির আলয় হিসেবে দেখতে চান মহিউদ্দিন সরকার। এই লক্ষ্যে আজীবন কাজ করে গেছেন তিনি। আজও তাঁর সেই সাধনা সমানভাবে অব্যাহত রয়েছে। মানবাধিকার ও মানবতার কণ্ঠস্বর আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল ছিলেন বিশ্বজনীনতার কবি। ভিন্নভাষী হলেও তিনি বাংলার মানুষের কাছে আজও নজরুল-রবীন্দ্রনাথের মতোই সমান প্রাসঙ্গিক। যে কারণে দুই বাংলা মিলে আজতক প্রায় ত্রিশ হাজার পৃষ্ঠা ইকবাল রচনা অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত। পাশ্চাত্যের বাহ্যিক চাকচিক্য ইকবালকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। কারণ তাঁর দুচোখে সুরমা হয়ে জড়িয়ে ছিল মদীনার ধূলিকণা। কবি বলেছেন, 'সুরমা থা আঁখ-কে মেরা খাকে মাদীনা'। 'সারে জাহাঁ সে আচ্ছা'-র জনক আল্লামা ইকবাল ছিলেন এক অপরাজেয় কণ্ঠস্বরের অধিকারী। এই বিশ্বমানবতার বিশ্বমানের কবি, 'তাওহীদের আমানতে সমৃদ্ধ' পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শবাহী 'ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর এক অসমসাহসী নকীব'। ইকবালের চেতনার অধিকারী জনাব মহিউদ্দিন সরকারকে আজকের এই বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা প্রাঙ্গণে ইকবাল নামাঙ্কিত 'উদার আকাশ আল্লামা ড. মোহাম্মদ ইকবাল স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান এক অভাবনীয় উদ্যোগই শুধু নয়, এক দুঃসাহসী পদক্ষেপও বটে। এজন্য 'উদার আকাশ' পত্রিকার তরুণ সম্পাদক এবং প্রকাশনা জগতে আগামী দিনের দুর্ধর্ষ সৈনিক ফারুক আহমেদকে অনিঃশেষ ধন্যবাদ ও অভিনন্দনসহ তাঁর যাবতীয় গঠনমূলক কার্যক্রমের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জহির-উল-ইসলাম

লালগোলা, মুর্শিদাবাদ

কেলেঙ্কারিতে জেরবার ইউক্রেন, নড়বড়ে জেলেনস্কির অবস্থান

স্টেফান উলফ
জেন মনেত

ইউক্রেনে দুর্নীতি নিয়ে সর্বশেষ যে তথ্য ফাঁস হলো, সেটা একটি জটিল গল্প। এই কেলেঙ্কারিটা ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে ঘিরে। ১ লাখ মর্টার সেলের (যার মূল্য ৪০ মিলিয়ন ডলার) কিনতে অর্থ পরিশোধ করা হলেও মর্টার সেলগুলো সরবরাহ করা হয়নি। এই কেলেঙ্কারির গল্প যখন সামনে এল, তখন দুর্নীতি নিয়ে গবেষণা করা আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) দুর্নীতির ধারণা সূচকে ইউক্রেন এযাবৎকালের সবচেয়ে সেরা স্কোর করেছে।

টিআইয়ের সূচকে ইউক্রেনের এই অগ্রগতি থেকে বোঝা যায়, ঘনিষ্ঠজনসহ দুর্নীতি গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য ভলোদিমির জেলেনস্কি যে প্রচেষ্টা নিয়েছেন, তার কিছুটা অগ্রগতি ঘটেছে। পক্ষান্তরে মর্টার সেল কেলেঙ্কারি পরিষ্কার ইঙ্গিত দেয়, ইউক্রেনের জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তাদের ও অস্ত্র সরবরাহকারীদের মধ্যে দুর্নীতি কতটা বিস্তার লাভ করেছে ও কতটা স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই দুর্নীতি এমন এক সময়ে জেঁকে বসেছে, যখন ইউক্রেন বড় ধরনের অস্তিত্বের সংকটে রয়েছে।

এখন পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে, তা হলো, দুর্নীতি ইউক্রেনের টিকে থাকা না-থাকার মূল প্রশ্নটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দুর্নীতিই ইউক্রেনের একমাত্র সমস্যা নয় কিংবা এটাই দেশটির সবচেয়ে বড় সমস্যা নয়। কিন্তু দুর্নীতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এই ধারণার কারণে ইউক্রেনের ভেতরের রাজনীতি যেমন জটিল হয়ে উঠছে আবার পশ্চিমা সমর্থনের ক্ষেত্রেও বড় বাধা তৈরি হচ্ছে।

দুর্নীতি ইউক্রেনের দীর্ঘদিনের সমস্যা। কিন্তু গত ১০ বছরে ইউক্রেন নিয়ে টিআইয়ের যে ধারণাসূচক, তাতে দেখা যায়, দেশটি দুর্নীতি থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক উন্নতি করে চলেছে। রাশিয়া ও আজারবাইজানকে বাদ দিলে ইউরোপের আর কোনো দেশে ইউক্রেনের মতো এতটা দুর্নীতি নেই।

দুর্নীতির এই মহামারির মধ্যেও দুই বছরের যুদ্ধে ইউক্রেন এখনো টিকে আছে। তারা রাশিয়ার আগ্রাসনের মুখে অবিস্মরণীয় প্রতিরোধক্ষমতা দেখিয়ে চলেছে। কিন্তু কর্তাব্যক্তিদের এসব কেলেঙ্কারিসহ অন্য যেসব দুর্নীতি তাতে বলা যায়,

ইউক্রেনকে এখনো প্রতিনিয়ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। দুর্নীতি ইউক্রেনকে আরেকটি অস্তিত্বের হুমকিতে ফেলে দিয়েছে। আর সেটা ঘটছে সে সময়েই, যখন দেশটির টিকে থাকা না-থাকা পশ্চিমা অস্ত্র ও অর্থের ওপর নির্ভরশীল।

হাঙ্গেরি, স্লোভাকিয়া, জার্মানির প্রভাবশালী ডানপন্থী বিরোধী দল এএফডি ইউক্রেনকে আর অর্থ ও অস্ত্রসহায়তা না দেওয়ার জন্য দুর্নীতির অকাট্য যুক্তি ব্যবহার করছে। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিকান আইনপ্রণেতারা বলেছেন, তদারকির ঘাটতির মানে হচ্ছে, ইউক্রেনকে দেওয়া আমেরিকার সহায়তা দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের পকেটে চলে যাওয়া। ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ও যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে যখন ইউক্রেনকে সহযোগিতা দেওয়া না-দেওয়া নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক বাড়ছেই এবং দেশগুলোর নির্বাচনী প্রচারণায় সেটি অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে, তখন তহবিল তছরুপের এসব অকাট্য প্রমাণ ইউক্রেনকে অব্যাহতভাবে সহযোগিতা পাওয়ার ব্যাপারে কঠিন প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে।

জেলেনস্কির নড়বড়ে অবস্থান পশ্চিমা সমর্থন অব্যাহত থাকা নিয়ে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি যখন সৃষ্টি হয়েছে, তখন দেশের ভেতরে জেলেনস্কির অবস্থানও নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। ২০১৯ সালের নির্বাচনে জেলেনস্কির অন্যতম প্রধান প্রতিশ্রুতি ছিল দুর্নীতি তিনি উচ্ছেদ করবেন। কিন্তু তার সরকারের ঘনিষ্ঠ মহলের দুর্নীতি সেই প্রতিশ্রুতির ওপর জোর আঘাত হানল।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট দুর্নীতিবিরোধী সংস্থাকে শক্তিশালী করেছেন। কিন্তু সমালোচকেরা বলছেন, নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েলের জন্য দমন-পীড়ন হচ্ছে।

বর্তমান কেলেঙ্কারি ইউক্রেনের রাজনৈতিক বিভাজনকেই গভীর করবে। যুদ্ধকৌশল নিয়ে বিভেদ সৃষ্টিকারী বিতর্ক যখন তুঙ্গে এবং এ বিষয়ে ইউক্রেনের সামরিক নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যকার মতবিরোধের বিষয়টি যখন প্রকাশ্যে চলে এসেছে, সে সময়ে জেলেনস্কির কাছে রাজনৈতিক বিভাজন কাম্য কোনো বিষয় হতে পারে না।

জেলেনস্কি তাঁর সেনাপ্রধান ভ্যালেরি জালুঝনিকে বরখাস্ত করবেন কি না কিংবা সেই ক্ষমতা তাঁর আছে কি না, সেটা একদমই পরিষ্কার নয়। বলা হচ্ছে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি তাঁর সেনাপ্রধানকে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার দায়িত্ব নিতে বলেছিলেন। কিন্তু জালুঝনি সেটা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

জেলেনস্কি ও জালুঝনির মধ্যে সম্পর্ক সাম্প্রতিক মাসগুলোতে তিক্ত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ২০২৩ সালে ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণ অভিযান তেমন কোনো সাফল্য বয়ে আনতে ব্যর্থ হওয়ায়, সেটা চরম রূপ ধারণ করে।

২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে জেলেনস্কি তাঁর শীর্ষ জেনারেল জালুঝনিকে নিন্দা করেন। এর কারণ হলো জালুঝনি প্রকাশ্যে বলেন, যুদ্ধ অচলাবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে। আরেকটি জল্পনা ডানা মেলেছে, জালুঝনি রাজনীতিতে আসতে চলেছেন এবং জেলেনস্কির বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হবেন। ডিসেম্বর মাসের এক জরিপ বলছে, ৬২ শতাংশ ইউক্রেনীয় বলছেন, তাঁরা জেলেনস্কিকে বিশ্বাস করেন আর জালুঝনির ওপর আস্থা রাখছেন ৮৮ শতাংশ।

দুর্নীতি-কেলেঙ্কারি ও ইউক্রেনের ক্ষমতাকাঠামোর শীর্ষ পর্যায়ের রদবদলের খবর–দুইয়ের কোনোটাই রাশিয়ার সঙ্গে জয় তো দূরে থাক পরাজয় এড়াতে ইউক্রেনীয়রা একটা বিশ্বাসযোগ্য পথ তৈরি করতে পারছে–পশ্চিমাদের মধ্যে এই আস্থা আনবে না। আর এ ধরনের আস্থা ছাড়া, সহযোগিতার ব্যাপারটা আরও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জোরালো অস্ত্র ছাড়া পশ্চিমা দেশগুলোর আইনসভা থেকে সহযোগিতা অনুমোদনের ব্যাপারটি দুর্বল হয়ে পড়বে।

দুর্নীতির কারণে ইউক্রেন ভেঙে যাচ্ছে, সেটা ঠিক নয়। কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে দুর্নীতি এমন বাজে একটা ব্যাপার, যার কারণ ইউক্রেন ভেঙে যেতে পারে। কেননা, দুর্নীতি ইউক্রেনের ভেতরে ও বাইরে বড় প্রভাব ফেলছে।

প্রথম নজর

৮০ হাজার টাকার বিনিময়ে সন্তানকে বিক্রির অভিযোগ বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শিলিগুড়ি

আপনজন: ৮০ হাজার টাকার বিনিময়ে সন্তানকে বিক্রির অভিযোগ উঠল খোদ বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে।ঘটনাটি শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়ি থানার ডিএস কলোনী এলাকার। অভিযোগ, সন্তান জন্ম হতেই তাকে দালালের মাধ্যমে বিহারে বিক্রি করে দেয় বাবা।ঘটনায় বাবা এবং দালালকে আটক করে বিহারের দিকে রওনা দিয়েছে এনজেপি থানার বিশেষ দল।শিশুটিকে উদ্ধার করে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা হবে। তবে এই বিষয়ে এখনো কোন মন্তব্য করতে চায়নি শিলিগুড়ি পুলিশ।গত ২৩ ডিসেম্বর শিলিগুড়ির ডিএস কলোনীর বাসিন্দা এক দম্পতির সন্তান হয়। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে সন্তান প্রসব করেন ওই গৃহবধূ। অভিযোগ, আগের দুই সন্তান থাকায় এই শিশুটিকে রাখতে চায়নি তারা।তাই হাসপাতাল থেকেই দালালের সঙ্গে যোগাযোগ করে সন্তানের বাবা।এরপর ৮০ হাজার টাকার বিনিময়ে বিহারের এক নি:সন্তান দম্পতির কাছে শিশুটিকে বিক্রি করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।ওই মহিলা বাড়িতে ফেরার পর বিষয়টি জানাজানি হতেই এনজেপি থানার পুলিশের কাছে খবর যায়।তদন্তে নেমে পুলিশ শিশুর বাবাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সব তথ্য সামনে আসে।এরপর বাবাকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালিয়ে দালালকে আটক করা হয়।দালালের বয়ানের ভিত্তিতে দুজনকে নিয়ে বিহারের দিকে রওনা দিয়েছে এনজেপি থানার দল।

দুস্থদের কম্বল বিতরণ কাঠ ব্যবসায়ী সমিতির

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: রাজনগর বেসিক স্কুলের সংস্কৃতি মঞ্চে রাজনগর কাঠ ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে রবিবার এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রায় তিন শতাধিক দুস্থদের মধ্যে শীতের কম্বল বিতরণ করা হয়। প্রচন্ড শীতের দাপটে এলাকার বহু মানুষের মধ্যে কষ্ট ভোগের চিত্র পরিলক্ষিত।সেইসমস্ত ব্যাক্তিদের দুরবস্থার কথা ভেবে কাঠ ব্যাবসায়ীদের এরূপ উদ্যোগ বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানা যায়। রাজনগর কাঠ ব্যবসায়ী সমিতির এরূপ মানবিক কর্মের প্রশংসা করেছেন জেলা বন আধিকারিক দেবাশীষ মহিমা প্রসাদ। পাশাপাশি তিনি বন ও বন্য প্রাণীদের রক্ষার আবেদন জানান উপস্থিত সকলের কাছে। এদিন অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজানগর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শুভাশিস চক্রবর্তী, রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধক্ষ্য সুকুমার সাধু,রাজনগর রেঞ্জার কুদরতে খোদা ও এসিস্ট্যান্ট রেঞ্জার হালিমা খাতুন, রাজনগর থানার ওসি দেবাশিস পন্ডিত, কাঠ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক শেখ নাজু, সভাপতি শেখ নিজাম, সমাজসেবী রানা প্রতাপ রায়, মহম্মদ শরীফ সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

সুলভ মূল্যের হোমিও চেম্বার শুরু মোথাবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মোথাবাড়ি

আপনজন: রবিবার নিজের এলাকায় এক হোমিও চেম্বার উদ্বোধন করে এমন ই বার্তা তুলে ধরলেন প্রতিভাবধর হোমিও চিকিৎসক এস এম মইদুল ইসলাম। চিকিৎসক মইদুলের বাড়ি মোথাবাড়ি থানার চাঁদপুর গ্রামে। নতুন এই হোমিও কেয়ার চেম্বারটি মোথাবাড়ি থানার কাছে উল্টোদিকে অনাড়ম্বর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক থেকে শিক্ষানুরাগী বিভিন্ন স্তরের মানুষ। মইদুল ফরাক্কা ব্লক হাসপাতালের হোমিও মেডিকেল অফিসার। এছাড়াও উত্তর লক্ষীপুর হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক (প্রয়াত) এস এম রহমতুল্লাহ সাহেবের ছোট ছেলে ডক্টর এস এম মইদুল ইসলাম, মইদুলের এক দাদা বিশিষ্ট চিকিৎসক লিয়াকাত আলি ঘাটাল সুপার স্পেসালিটি হাসপাতালের চিকিৎসক। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক মইদুল ইসলাম জানান,

আমরা অনেকেই চিকিৎসক। কয়েকজন দাদা চিকিৎসক হয়েছেন। বাবার স্বপ্ন ছিল শিক্ষা অর্জন করে হোমিও চিকিৎসার প্রচার-প্রসার বাড়ছে। চিকিৎসার পরিসেবার জন্য বৃদ্ধ ছোট বড় সব শ্রেণীর মানুষ এগিয়ে আসছেন। হোমিও চিকিৎসার মাধ্যমে বহু জটিল অসুখ যেমন ভালো হচ্ছে তেমনি সুলভ খরচে চিকিৎসা পরিষেবায় উপকৃত হন মানুষ। দুঃস্থরোগীদের প্রতি যতটা সম্ভব মানবিক নজরদান থাকবে । সপ্তাহে দু দিন শনিবার ও রবিবার এই চেম্বার খোলা থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরেও একশো দিনের কাজের বকেয়া নিয়ে ধন্দে শ্রমিকরা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরেও একশো দিনের কাজের বকেয়ার বাস্তবায়ন নিয়ে ধন্দে প্রকল্পের শ্রমিকরা।

মুখ্যমন্ত্রী গতকালই ঘোষণা করেছেন ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কেন্দ্র একশো দিনের কাজের প্রকল্পে বকেয়া টাকা না মেটালে রাজ্য শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দেবে। মুখ্যমন্ত্রীর সেই ঘোষণার পরেও প্রায় তিন বছর ধরে বকেয়া পড়ে থাকা হাজার হাজার টাকা মজুরী মিলবে কী? আশা আশঙ্কার দোলাচলে একশো দিনের প্রকল্পের শ্রমিকরা।

গত প্রায় দুদশক ধরে বাঁকুড়ার মতো খরাপ্রবণ জেলার গ্রামীণ অর্থনীতির বড় সাপ্লাই চেইন ছিল একশো দিনের কাজের প্রকল্প। বছরে একশো দিন না হোক প্রতি বছর শ্রমিকরা কাজ পেতেন গড়ে পঞ্চাশ থেকে সত্তর দিন হারে। শুখা মরসুমে সেই কাজের মজুরীই ছিল বহু দরিদ্র পরিবারের একমাত্র সংস্থান। কিন্তু কেন্দ্র রাজ্য টানাপোড়েনে গত প্রায় তিন বছর এ রাজ্যে বন্ধ একশো দিনের প্রকল্পের কাজ। এর সবথেকে বেশি প্রভাব পড়ছে এ রাজ্যের শুখা জেলাগুলিতে। শুধু কাজ বন্ধ রয়েছে তাই নয় এ রাজ্যে প্রকল্পে কাজ করেও টাকা পাননি অনেকে। তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে শ্রমিকদের বকেয়া পড়ে রয়েছে হাজার হাজার টাকা। আর এই ঘটনার জন্য কখনো কেন্দ্র রাজ্য সরকারের দুর্নীতিকে দুষেছে তো কখনো রাজ্য দুষেছে কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণকে। এই পরিস্থিতিতে মাস কয়েক আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন বকেয়া থাকা টাকা তিনি মেটাবেন। জেলায় জেলায় দু এক জন করে শ্রমিকের হাতে ঘটা করে বকেয়া টাকা মিটিয়েও দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণ শ্রমিকদের বেশিরভাগেরই সেই সৌভাগ্য হয়নি। গতকাল কলকাতার ধর্ণামঞ্চ থেকে খোদ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কেন্দ্র বকেয়া টাকা না দিলে রাজ্য তার কোষাগার থেকে শ্রমিকদের এই বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেবে। বারংবার প্রতিশ্রুতি আর ঘোষণা ব্যার্থ হওয়ার পর আর মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণাতে ভরসা রাখতে পারছেন না শ্রমিকরা। তাঁদের দাবী অন্যান্যবারের মতো এবারও প্রতিশ্রুতিভঙ্গ হবে না কে বলতে পারে । শেষ পর্যন্ত বকেয়া মজুরী যদি রাজ্য সরকার দিয়েও দেয় তাহলেও পরবর্তী কাজ পাওয়ার নিশ্চয়তা কোথায়? বিজেপি কর্মীদের দাবী মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা শুধুমাত্র নির্বাচনের আগে ভুয়ো প্রতিশ্রুতি। একশো দিনের প্রকল্পের বকেয়া এবারও পাবেন না শ্রমিকরা।

আহত টোটো চালকের চিকিৎসা খরচ না দেওয়ায় পথ অবরোধ

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদীয়ায় পথ অবরোধ বিঘ্নিত যাত্রী পরিষেবা।দুর্ঘটনায় আহত টোটো চালকের চিকিৎসা খরচ না দেওয়ার অভিযোগে শান্তিপুর ভালুকা রোডে চল্লিশটি অটো আটকে রাখল পরিবার এবং এলাকাবাসীরা,পথ অবরোধে বিঘ্নিত যাত্রী পরিষেবা।

সম্প্রতি কয়েকদিন আগে নদীয়ার শান্তিপুর ব্লকের গয়েশপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভালুকা রোডে টোটো এবং অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন টোটো চালক শ্যামল সেন।]

স্ত্রী সান্তনার সেনের অভিযোগ তার স্বামীর চিকিৎসার জন্য কোন খরচই দেননি ওই অটোচালক। অথচ সেদিন হাসপাতালে ভর্তি করার সময়ও অটো ইউনিয়নের সদস্যরা ছিল তার পরবর্তীকালে আর খোঁজ-খবর নেননি তাই বাধ্য হয়েই রবিবার ভালুকা রোডে সকাল থেকে যাওয়া প্রায় আনুমানিক ৩০ টি অটো তারা টোটো ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এবং এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে আটকে দেন। তাদের দাবি চিকিৎসা খরচ দিলে তবেই মিলবে যাতায়াতের অনুমতি। বাধ্য হয়েই অটো ইউনিয়নের সমস্ত সদস্যরা একত্রিত হয়ে খবর দেন শান্তিপুর থানায়।পুলিশ প্রশাসন আসার আগেই দু পক্ষের মধ্যে বাঘ বিতোন্ডা চরমে পৌঁছায়।পুলিশ এসে মধ্যস্থতা করে বিকালে তাদের পার্টিতে একটি আলোচনার ব্যবস্থা করলে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে বিক্ষোভ। অটো চালকদের পক্ষ থেকে অবশ্য বিষয়টি অস্বীকার করে বলা হয় তারা সেই দিন থেকে এখনো পর্যন্ত নিয়মিত চিকিৎসা করিয়ে গেছেন সেই সমস্ত বিল এবং প্রমাণপত্র তাদের কাছে রয়েছে।

অথচ আজ সকাল থেকে প্যাসেঞ্জার মাঝপথে নামিয়ে দেওয়া হলে একদিকে যেমন যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েছেন অন্যদিকে তারা সারাদিন বেরোজগার হয়ে থাকলেন।

এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য টুম্পা সাঁতরা বলেন,অটো হোক বা টোটো দুটোই সংগঠন নিজেরা নিজেরা মারামারি করে। তবে জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমার এলাকার আহত টোটো চালককে চিকিৎসা খরচ দিক এটা আমি চাই।তবে বিষয়টি অনেক আগেই নিষ্পত্তি করা সম্ভব হতো।

মৃত দুই তৃণমূল কর্মীর স্মৃতিতে স্মরণ সভা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: মৃত দুই তৃণমূল কর্মীর অকাল প্রয়াণে স্মরন সভা করলো তৃণমূল। এদিন বিকালে গলসি ১ নং ব্লকের গলিগ্রামে ওই স্মরণ সভা করা হয়। মথুরাপুর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্দ্যোগে গলিগ্রামে ওই স্মরন সভা করা হয়। জানা গেছে, স্বর্গীয় আশীষ দণ্ড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে গত ইং ২০ ডিসেম্বর ২০২৩ শে মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। এছাড়াও দেবব্রত ঘোষ লিভার সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে ২০২৪ সালে ২৪ শে জানুয়ারি মারা যান। তৃণমূল নেতৃত্ব জানাই, ওই দুই তৃণমূল কর্মী শুধু দলের নয় গ্রামেরও সম্পদ ছিলেন। তারা দীর্ঘদিন তৃণমূলের দলীর প্রচারে নিয়জিত ছিলেন। এছাড়াও তারা সমসময় গ্রামে রাজনীতি ভুলে সকল কাজে মানুষকে সহযোগিতা করতেন। স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন, গলসি ১ নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি জনার্দ্দন চ্যাটার্জ্জী, জেলা তৃণমূলের সহসভাপতি জাকির হোসেন, গলসি ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি অনুপ চ্যাটার্জ্জী, জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধক্ষ্য মেহেবুব মন্ডল, উচ্চগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কেয়া রায়, তৃণমূল নেতা, প্রশান্ত লাহা, উত্তম রায়, মিন্টু গোপাল রায়, মিতন বাগদি, সন্দীপ ভট্টাচার্য, অনুপ পাঁজা, লব হুই সহ অনেকে।

দল থাকলে রোজগার থাকবে, বিতর্কিত মন্তব্য বিধায়িকা লাভলি মৈত্রর

আসিফা লস্কর ● সোনারপুর

আপনজন: সামনেই লোকসভা নির্বাচন আর লোকসভা নির্বাচনের আগে নিজেদের সংগঠনিক শক্তিকে আরো শক্তিশালী ও মজবুত করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ভোট ময়দানে নেমে পড়েছে সকল রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা। লোকসভা নির্বাচনে ভালো ফল করার আশায় ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভিন্ন এলাকায় এলাকায় বুধ ভিত্তিক কর্মীসভা করছে সবুজ ঘাসফুল শিবির। রবিবার সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতাপনগরের একটি বুথ ভিত্তিক কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত হন সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়িকা লাভলী মৈত্র। সেই কর্মী সব মিলন থেকে কার্যত দলীয় কর্মীরা কীভাবে রোজগার করেন, সব তাঁর জানা রয়েছে- কার্যত এই ভাষাতেই দলীয় কর্মীদের সতর্ক করলেন বিধায়ক। এখানেই শেষ নয়, দলের কর্মীদের কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক লাভলি মৈত্র। লোকসভা ভোটে ভাল ফলাফল না হলে সেই বুথের বুথ সভাপতি ও প্রধানকে পথ থেকে সরানোর হুঁশিয়ারি দিলেন সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক অরুন্ধতী মৈত্র ওরফে লাভলি। রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভার প্রতাপনগর একটি বুথ সম্মেলনের বক্তব্য রাখতে গিয়ে লাভলী মৈত্র বলেন, শুধু গ্রুপ বাজি চলছে। গ্রুপ বাজি বন্ধ করতে হবে। লোকসভা ভোটের আগে শেষবারের মতো বলে যাচ্ছি যদি কোন বুথে হেরে যাই তাহলে সেই বুথ থেকে সভাপতি ও অঞ্চলের প্রধান এবং সমস্ত অঞ্চল সভাপতিকে পদত্যাগ করতে হবে। কোন রকম অজুহাত শোনা হবে না। দলের কাজ করবেন না শুধু আসন অলংকার করে বসে থাকবেন তা চলতে দেওয়া যাবে না। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে কথা বলে ঠিক হবে। বাড়িতে বসে রাজনীতি করা যাবে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে পৌঁছে দিতে হবে। দল থাকলে তবেই আপনার রোজগার থাকবে। দল না থাকলে কিছুই থাকবে না। মানুষ ভোট দিচ্ছেন কিন্তু আপনার মানুষের কাছে যাচ্ছেন না। যে সমস্ত সদস্যরা মানুষের সঙ্গে মিশতে পারে না তাদের দলে থাকার নেই। বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে কাজ হবে।

রবিবার সোনারপুর প্রতাপনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বুথ সম্মেলন ছিল। এখানে কর্মীদের উপস্থিতি ছিলই হাতে গোনা। তা দেখেই যথেষ্ট ক্ষেপে যান বিধায়ক। তারপর দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে এমনই বক্তব্য রাখেন। পরবর্তীতে নতুন করে আবার একটি বুথ সম্মেলন করা হবে এই এলাকায়। সকলকে নিয়েই সেই বুথ সম্মেলন হবে বলে জানান তিনি। এ বিষয়ে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী তিনি বলেন, অবিলম্বে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উচিত পুলিশকে দিয়ে এই বিধায়িকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা। দলে থেকে তৃণমূল কর্মীর সমর্থক থেকে শুরু করে নেতাকর্মীরা কত টাকা ইনকাম করেছে। তৃণমূল মানেই কি করে খাওয়ার জায়গা।

মন্তেশ্বরে বাঁকা নদীর উপর তৈরি ব্রিজ এখন উদ্বোধনের অপেক্ষায়

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● মন্তেশ্বর

আপনজন: রুগীকে কাঁধে করে নদী পেরোতে হতো । গ্রামবাসীদের উদ্যোগে অস্থায়ী বাঁশের সেতু তৈরী হলেও এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল পাকা সেতুর।এই দাবি পূরণ করতে বিক্ষোভ,রাস্তা অবরোধ বা সরকারী দফতর ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেন।আইনি ভাবে বিভিন্ন দফতরে চিঠি চাপাঠির লড়াই চালিয়ে অবশেষে সাফল্য এলো। প্রায়৩০টি গ্রামের মানুষের দাবি মেনে কালনার মন্তেশ্বরের গাব্রুপুর থেকে মেমারি দুই নম্বর ব্লকে সোঁতলা গ্রামে সংযোগকারী পাঁকা সেতুর কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলো। উদ্বোধনের অপেক্ষায় দিন গুণছেন এলাকাবাসীরা।

কালনার মন্তেশ্বরের বাঁকা নদীর দুই পাড়ে রয়েছে প্রায় তিরিশটি ছোট বড় গ্রাম,এই গ্রামের মানুষরা যে কোনো দরকারি কাজে কালনা শহরে আসতে গেলে প্রায় ১৮ থেকে কুড়ি কিলোমিটার ঘুর পথে যেতে হতো। নতুন সেতু থেকে চলাচল শুরু হলে তা অনেকটাই কমে যাবে।পাকা সেতুর দাবিতে এলাকার মানুষ একজোটে লড়াই ও আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলেন,এই ব্রিজের নিচ দিয়ে বয়ে গিয়েছে বাঁকা নদী। বর্ষার সময় এই নদীর চেহারা নেয় ভয়ংকর। আগে মাঝে মাঝে ঘটতো ভয়াবহ দুর্ঘটনা ।নৌকাডুবি থেকে শুরু করে, সাঁতরে নদী পার হতে গিয়ে অনেকেই ডুবে প্রাণ দিয়েছে এই বাঁকা নদীতে। এলাকাবাসীদের উদ্যোগে একটি অস্থায়ী ব্রিজ সেখানে তৈরি হলো সেই ব্রিজ হয়েছিল নষ্ট বেশ কয়েক বছরের মধ্যেই। এরপরই জেলা পরিষদের উদ্যোগে এই কংক্রিটের ব্রিজ তৈরি উদ্যোগ নেওয়া হয় ।

গঙ্গা পদ্মা মিলন উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা বারাসাত বিদ্যাসাগর অডিটোরিয়ামে বারাসাত সেন্টার স্টেজ (প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে) এর উদ্যোগে গঙ্গা পদ্মা মিলন উৎসব অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এই কবিতা উৎসবে ভারত ও বাংলাদেশের বিখ্যাত কবি ও আবৃত্তি শিল্পী এসেছেন গঙ্গা পদ্মা মিলন উৎসবে।এই উৎসব কে কেন্দ্র করে দুই বাংলার কবি আবৃতি শিল্পীদের একটা মেলবন্ধনের সেতু হিসেবে তুলে ধরেন সকলেই। দেড় শতাধিক কবি, আবৃতি শিল্পী

অংশগ্রহণ করে। একক ও দলগতভাবে সংগীত নৃত্য পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করে। বারাসাত সেন্টার স্টেজের কর্ণধার তথা বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী ও শিক্ষক সাদিকুল করিমের ভূয়শী প্রশংসা করেন দুই বাংলার শিল্পী গুণীজনেরা।

ঘটিহারানিয়া রুটের অটো শ্রমিকদের সভা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন:রবিবার জয়নগরের শচীন ব্যানার্জী সুবোধ ব্যানার্জী মেমোরিয়াল টাস্ট্রি ময়দানে এ আই ইউ টি ইউ সির উদ্যোগে জয়নগর ঘটিহারানিয়া অটো ইউনিয়নের সাধারণ সভা হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সির সর্ব ভারতীয় কমিটির সদস্য নন্দ পাত্র, জেলা সভাপতি তথা কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক জয় কৃষ্ণ হালদার জেলা সম্পাদক গৌর মিস্ত্রি,জেলা কমিটির সদস্য আনসার সেখ,এস ইউ সি আই এর জেলা সম্পাদক নন্দ কুন্ডু, ইউনিয়নের সম্পাদক ইলিয়াস লস্কর, সভাপতি গোবিন্দ হালদার প্রমুখ। এদিন মূলতনতুন রুট তৈরি ও নতুন পরিচালন কমিটি সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়। এদিন এই সভায় প্রায় সাড়ে চারশো অটো চালক,অটো মালিক উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের মত প্রকাশ করেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নবম শ্রেণীর ছাত্রকে ব্যাপক মারধর করার অভিযোগ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুরের কাকুটিয়ায় একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর এক ছাত্রকে ব্যাপকভাবে মারধর করার অভিযোগ স্কুলেরই একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় নবম শ্রেণীর ওই পড়ুয়া দীপ সোরেন বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ছাত্রকে উইকেট ও বেল্টে করে ব্যাপকভাবে মারধর করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, দীপের একাদশ শ্রেণীর পড়ুয়াদের ক্লাসরুমে যাতায়াত ছিল। সেখান থেকে টাকা চুরি যাওয়ার পর সকলেরই সন্দেহ হয় দীপের উপর। তারপরই শনিবার রাতে দীপকে তার রুম থেকে একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের রুমে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেখানেই চলে মারধর। কিন্তু সেই বিষয়টি জানতেই পারেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ। রবিবার তাদের বাড়ির ছেলেকে দেখতে আসে দীপের অভিভাবকরা। তারপরেই সামনে আসে এই ঘটনা। দীপের পরিবার বীরভূম জেলাশাসক, বীরভূম পুলিশ সুপার ও স্কুলের প্রিন্সিপাল কে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন।

দিদার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে হাজির অরিজিৎ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: রবিবার প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট শিক্ষিকা ও সংগীত শিল্পী ভারতী অধিকারী। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। রবিবার জিয়াগঞ্জ শিবতলা ঘাটের নিজের বাড়িতে বার্ধক্য জনিত কারণে তার মৃত্যু হয়। ভারতী অধিকারী সম্পর্কে সংগীতশিল্পী অরিজিৎ সিং এর দিদা। জিয়াগঞ্জ কমলী-কামিনী দেবী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা ভারতী দেবী অরিজিৎ সিংকে ছোটবেলায় গানের তালিম দিয়েছেন। দিদার হাত ধরেই অরিজিৎ সিং যান তার সংগীত গুরু রাজেন হাজারির কাছে। মায়ের মৃত্যুর পর দিদার মৃত্যুতে ভেঙ্গে পড়েন অরিজিৎ।

সাহিত্যিক প্রকাশের সাহিত্য সভা

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● কলকাতা

আপনজন: সাহিত্য সংস্থা “সাহিত্যিক প্রকাশ”-এর বার্ষিক অনুষ্ঠান ও বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ হল শনিবার (৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪)। অনুষ্ঠান টি হয় মধ্য কলকাতার সেন্ট্রাল স্থিত “নলিনী সভাগৃহ”-এ।

এদিন সংস্থার বার্ষিক পত্রিকা “ছন্দনীড়” আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ পায়। সংস্থার সম্পাদক জোৎস্না দত্ত জানান, এবছর ছিল আমাদের সংস্থা “সাহিত্যিক প্রকাশ”-এর ষষ্ঠ বর্ষ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান মালা সাজানো ছিল কবিতা পাঠ, শ্রুতি নাটক, সাহিত্য আলোচনা, নাচ ও গানে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সহ সম্পাদক প্রসূন কুমার মুখার্জি, কবি সারদা মনি জানা, কবি মনোজ মন্ডল, কবি গঙ্গাধর প্রামাণিক, লিনা গুপ্তা, শুভঙ্কর জানা প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শম্পা বটব্যাল।

মাধ্যমিক ২০২৪
অনুসন্ধান কলকাতার মক টেস্ট

ভূগোল

ভূগোল
(GEOGRAPHY)

Time- Three Hours Fifteen Minutes
(First FIFTEEN minutes for reading question paper only)
Full Marks - 90
Special credit will be given for answers which are brief and to the point.
Marks will be deducted for spelling mistakes, untidiness and bad handwriting.

(নতুন পাঠ্যসূচি)
(কেবলমাত্র দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী)

বিভাগ ক

1. বিকল্পগুলি থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করো: ১×১৪=১৪

১.১ যে প্রক্রিয়ার বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি ভূপৃষ্ঠের উপর কাজ করে ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটায়, তাকে বলে-
ক) বহির্জাত প্রক্রিয়া খ) অন্তর্জাত প্রক্রিয়া
গ) গিরিজনি আলোড়ন ঘ) মহিভাবক আলোড়ন

১.২ পাখির পায়ের মতন আকৃতির বদ্বীপ গঠিত হয়েছে-
ক) নীলনদের মোহনায় খ) হোয়াংহো মোহনায়
গ) সিন্ধুনদের মোহনায় ঘ) মিসিসিপি মিসৌরির মোহনায়

১.৩ পার্বত্য হিমবাহের পৃষ্ঠদেশে সৃষ্ট গভীর ফাটলগুলিকে বলে –
ক) নুনাটক খ) ক্রেভাস
গ) অ্যারেট ঘ) সার্ক

১.৪ বার্ষিক উষ্ণতার প্রসর সবচেয়ে কম থাকে -
ক) নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে খ) মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে
গ) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে ঘ) স্তেপ জলবায়ু অঞ্চলে

১.৫ কোনো স্থানের জোয়ার ও ভাটার প্রকৃত ব্যবধান প্রায় -
ক) দু ঘণ্টার বেশি খ) ছয় ঘন্টার বেশি
গ) চার ঘন্টার বেশি ঘ) আট ঘন্টার বেশি

১.৬ উষ্ণ সমুদ্রস্রোত এবং শীতল সমুদ্রস্রোত যে স্থানে মিলিত হয় তাকে বলে-
ক) হিমপ্রাচীর খ) হিমশৈল
গ) হিমানী সম্প্রপাত ঘ) হিমগুল্ম

১.৭ উল্কাপিন্ড পুড়ে ছাই হয় নিম্নলিখিত যে স্তরে-
ক) আয়নোস্ফিয়ার খ) স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার
গ) মেসোস্ফিয়ার ঘ) এক্সোস্ফিয়ার

১.৮ একটি ল্যান্ডফিল গ্যাস হল-
ক) CO_2 খ) CH
গ) SO_2 ঘ) NO,

১.৯ গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর ব-দ্বীপের মাঝে অবস্থিত হ্রদের নাম -
ক) কোলেরু খ) পুলিকট
গ) চিল্কা ঘ) ভেম্বনাদ

১.১০ ভারতে সর্বাধিক ব্যবহৃত জলসেচ পদ্ধতি হল -
ক) কূপ ও নলকূপ খ) জলাশয়
গ) খাল ঘ) ফোয়ারা

১.১১ গ্রীষ্মকালে উত্তর ভারতে প্রবাহিত উষ্ণ বায়ু হল -
ক) লু খ) আঁধি
গ) কালবৈশাখী ঘ) চেরিব্লসম

১.১২ সামুদ্রিক লবণাক্ত বাতাস প্রয়োজন হয় -
ক) ইক্ষুচাষে খ) চা চাষে
গ) পাট চাষে ঘ) কফি চাষে

১.১৩ পশ্চিমবঙ্গে পেট্রোরসায়ন শিল্প গড়ে উঠেছে -
ক) জুনপুটে খ) কোলকাতায়
গ) শঙ্করপুরে ঘ) হলদিয়ায়

১.১৪ ট্রোপোগ্রাফিকাল মানচিত্রে সমোন্নতি রেখার রং হল-
ক) বাদামি খ) কালো
গ) লাল ঘ) নীল

বিভাগ-খ

২। ২.১ নিম্নলিখিত বাক্যগুলি শুদ্ধ হলে 'শু' এবং অশুদ্ধ হলে 'অ' লেখো:-
(যে কোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও) ১×৬=৬

২.১.১ বার্খান বালিয়াড়ি থেকে সিফ বালিয়াড়ি সৃষ্টি হয়।
২.১.২ প্রশান্ত মহাসাগরে সৃষ্ট এল-নিনোর প্রভাবে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে খরার সৃষ্টি হয়।
২.১.৩ অ্যানিমোমিটারের সাহায্যে বায়ুর গতিবেগ মাপা হয়।
২.১.৪ পৃথিবী ও চাঁদের সর্বাধিক দূরত্বকে Apogee বলে।
২.১.৫ পুনর্নবীকরনের দ্বারা পুরানো খবরের কাগজকে ব্যবহার করে নতুন কাগজ উৎপাদিত হয়।
২.১.৬ শিবালিক পর্বতের পাদদেশে নুড়ি, পলি, বালি গঠিত মৃত্তিকাকে বেট বলে।
২.১.৭ উপগ্রহ চিত্রে ছদ্ম রং ব্যবহার করা হয়।

২.২ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূণ্যস্থান পূরণ করো:
(যে কোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও) ১×৬=৬

২.২.১ _____ স্রোতের প্রভাবে নিউফাউন্ডলান্ডে তুষারপাত হয়।
২.২.২ _____ নদীর নামানুসারে নদীতে সৃষ্ট বাঁক 'মিয়েন্ডার' নামে পরিচিত।
২.২.৩ ভরা কোটালের সময় সমুদ্রের জল প্রবল বেগে মোহনা দিয়ে নদীতে প্রবেশ করে, একে _____ বলা হয়।
২.২.৪ সমুদ্রের শীতল জল মেরু অঞ্চল থেকে _____ স্রোত রূপে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়।
২.২.৫ ভারতের দীর্ঘতম জাতীয় সড়কপথ হল NH _____ .
২২.৬ ভারতের ডেট্রয়েট বলা হয়, _____ কে।
২.২.৭ বৈদ্যুতিক বর্জ্যকে সংক্ষেপে _____ বর্জ্য বলে।

২.৩ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও: (যে কোন ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও) ১×৬=৬

২.৩.১ সম্পৃক্ত বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা কত?
২.৩.২ বায়ুমন্ডলের কোন স্তরে জেট বিমান যাতায়াত করে?
২.৩.৩ পৃথিবীর বৃহত্তম উপত্যকা হিমবাহের কি?
২.৩.৪ ভূ-পৃষ্ঠের কোন অঞ্চলের উপর প্রথম ওজোন গহ্বর সৃষ্টি হয়েছে?
২.৩.৫ পশ্চিমঘাট পর্বতমালার দক্ষিণতম গিরিপথটির নাম কি?
২.৩.৬ কেরালা উপকূলের বালিয়াড়িকে স্থানীয় ভাষায় কি বলে?
২.৩.৭ ভারতের কোন রাজ্য বৃষ্টির সংরক্ষণে সর্বাধিক অগ্রণী?

২.৪ বামদিকের সাথে অন্যদিকের গুলি মিলিয়ে লেখো:- ১×৪=৪

বামদিক	ডানদিক
২.৪.১ রত্না	ক) পাইন
২.৪.২ সরলবর্গীয় অরন্য	খ) মার্মাগাঁও
২.৪.৩ রেল বগি নির্মাণ কেন্দ্র	গ) উচ্চ ফলনশীল ধান বীজ
২.৪.৪ আকরিক লৌহ রপ্তানিকারক বন্দর	ঘ) পেরাম্বুর

বিভাগ-গ

৩। নিচের প্রশ্নগুলি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :- (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষনীয়) ২×৬=১২

৩.১ নদীর ষষ্ঠখাতের সূত্র কাকে বলে?
অথবা, ড্রামলিনের সংজ্ঞা দাও?
৩.২ বৈপরীত্য উষ্ণতা বলতে কি বোঝো?
অথবা, শৈবাল সাগর কাকে বলে?
৩.৩ স্ক্রাবার কি?
অথবা, ম্যানিওর পিট কাকে বলে?

৩.৪ ভারতের মরু উদ্ভিদের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো?
অথবা, দুন বলতে কি বোঝো?
৩.৫ মিলেট জাতীয় শস্য বলতে কী বোঝো?
অথবা, ভারতের একটি কৃষিভিত্তিক এবং একটি বনজভিত্তিক শিল্পের নাম লেখো।
৩.৬ উপগ্রহ চিত্রের সংজ্ঞা দাও।
অথবা, ভগ্নাংশসূচক স্কেলের (RF) ব্যবহার উল্লেখ করো।

বিভাগ-ঘ

৪) সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষনীয়) ৩×৪=১২

৪.১ নদীর মোহনায় বদ্বীপ কেন গড়ে ওঠে ব্যাখ্যা করো?
অথবা, ট্রপোস্ফিয়ারে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে উষ্ণতা হ্রাস পায় কেন?

৪.২ পরিবেশের উপর বর্জ্য পদার্থের তিনটি প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করো?
অথবা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের যে কোনো তিনটি ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করো?
৪.৩ দুর্গাপুরকে ভারতের রূঢ় বলে কেন?
অথবা, করমন্ডল উপকূলে বছরে দুবার বৃষ্টি হয় কেন?
৪.৪ টোপোশিটের ও উপগ্রহচিত্রের মধ্যে পার্থক্য লেখ?
অথবা, জিওস্টেশনারী ও সানসিনক্রোনাস উপগ্রহের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বিভাগ-ঙ

৫। ৫.১ নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির থেকে যে কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:- ৫×২=১০

৫.১.১ নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট তিনটি প্রধান ভূমিরূপ চিত্রসহ বর্ণনা কর।
৫.১.২ সমুদ্রস্রোত সৃষ্টির কারণগুলি ব্যাখ্যা কর।
৫.১.৩ বায়ুচাপ বলয়ের সাথে নিয়ত বায়ুর সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
৫.১.৪ জোয়ার ভাটা সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা কর।

৫.২ নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির থেকে যে কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:- ৫×২=১০

৫.২.১ হিমালয়ের উত্তর থেকে দক্ষিণের বর্ণনা দাও।
৫.২.২ ভারতের চা চাষের অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্ণনা কর।
৫.২.৩ পূর্ব ও মধ্য ভারতে লৌহ-ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠার প্রধান কারণগুলি ব্যাখ্যা কর।
৫.২.৪ ভারতে পরিবহণ ব্যবস্থার গুরুত্ব আলোচনা কর।

বিভাগ-চ

প্রশ্নপত্রের সাথে প্রদত্ত ভারতের রেখা-মানচিত্রে নিম্নলিখিত গুলি উপযুক্ত প্রতীক ও নামসহ চিহ্নিত করে মানচিত্রটি উত্তরপত্রের সাথে জুড়ে দাও:- ১×১০-১০

৬.১ বিন্ধ্য পর্বত
৬.২ লোকটাক হ্রদ
৬.৩ মহানদী
৬.৪ পশ্চিমভারতের বৃষ্টিছায় অঞ্চল
৬.৫ ভারতের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরন্য অঞ্চল
৬.৬ দক্ষিণ ভারতের কফি উৎপাদক অঞ্চল
৬.৭ ভারতের জাহাজ নির্মান কেন্দ্র
৬.৮ ১০ ডিগ্রি চ্যানেল
৬.৯ শ্রীনগর
৬.১০ উত্তর ভারতের বৃহত্তম মহানগর

শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য ...পাশেই আছি

আধুনিক শিক্ষার অনন্য প্রতিষ্ঠান
দানবীর অ্যাকাডেমি
আবাসিক: প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত (বালক)
ভর্তি চলিতেছে শিক্ষাবর্ষ ২০২৪
আমাদের পরিষেবা: ◗◗ শান্ত নিরিবিলি, দূষণমুক্ত ঘরোয়া পরিবেশ ◗◗ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ছাত্রদের পড়াশোনা করানো হয় ◗◗ উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ◗◗ খেলাধূলার সুবিধার জন্য মিনি ইন্ডোর স্টেডিয়াম ◗◗ বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।
দুস্থ, মেধাবি ও এতিম ছাত্রদের বিশেষ সুযোগ

দানবীর হেলথ কেয়ার
সপ্তাহিক ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

দানবীরের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়।

পরিচালনায়: দানবীর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট
বাড়গড়চুমুক, শ্যামপুর, হাওড়া, পিন-৭১১৩১২
৯৭৩৪৩৮৭৫৫৮
৯১৪৩০৭৬৭০৮

৯ বছর পর সেমিতে ৯ জনের আইভরিকোস্ট

আপনজন ডেস্ক: নাটকীয় কোয়ার্টার ফাইনালে মালিকে ২-১ গোলে হারিয়ে আফ্রিকান নেশনস কাপের সেমিফাইনালে উঠেছে আইভরিকোস্ট। ম্যাচের ৪৩ মিনিটে ওদিলোন কোসোনো লাল কার্ড দেখলে ১০ জনের দল হয়ে যায় স্বাগতিক আইভরিকোস্ট। এ কারণে ম্যাচের বেশির ভাগ সময় ১০ জন নিয়ে খেলতে হয়েছে দলটিকে।
এমনকি শেষ মুহূর্তে আরও একজন লাল কার্ড দেখলে সেই সংখ্যা নেমে আসে ৯-এ। যদিও কোনো কিছুই শেষ পর্যন্ত আইভরিকোস্টের সেমিতে যাওয়া ঠেকাতে পারেনি। ঘুরে দাঁড়িয়ে নির্ধারিত সময়ের পর লড়াই করেছে অতিরিক্ত সময়েও। শেষ পর্যন্ত জয় নিয়েই মাঠ ছেড়েছে আইভরিকোস্ট। সেমিফাইনালে আইভরিকোস্ট মুখোমুখি হবে ডিআর কঙ্গোর।
অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে কেপ ভার্দে ও দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচটি নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য ড্রয়ের পর গড়ায় টাইব্রেকারে, যেখানে ৪টি শট ঠেকিয়ে নায়ক হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার গোলরক্ষক রনউইন উইলিয়ামস। টাইব্রেকারে ২-১ গোলের এ জয়ে ২০০০ সালের পর আবার শেষ চারে উঠল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেবারের মতো এবারও সেমিতে নাইজেরিয়াকে পেয়েছে বাফানারা। ২৪ বছর আগের ম্যাচটিতে অবশ্য ২-০ গোলে হেরেছিল তারা। ফলে সুপার ইগলদের বিপক্ষে এবারের ম্যাচটি দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য প্রতিশোধেরও।
স্তাদ বুয়াকেতে প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে স্বাগতিক দর্শকদের হতাশা বাড়িয়ে একপর্যায়ে জয়ের কাছাকাছিই পৌঁছে গিয়েছিল মালি। ৭১ মিনিটে এগিয়ে যাওয়ার পর ৯০ মিনিট পর্যন্ত সেটি ধরে রাখে তারা। ম্যাচে লম্বা সময় পর্যন্ত দাপুটে ফুটবলও খেলেছে মালি। ম্যাচের শুরুতে অবশ্য পেনাল্টি মিস করে সুযোগ হাতছাড়া করেছে তারা।
এরপর নির্ধারিত সময়ের শেষ মুহূর্তে সিমন আদিংরার গোলে ম্যাচে সমতা ফেরায় আইভরিকোস্ট। ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে, যেখানে ১২৩ মিনিটে ওমার দিয়াকিতের গোলে ২-১ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে আইভরিকোস্ট, যা তাদের নিয়ে গেছে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের একাদশতম সেমিফাইনালে। সর্বশেষ সেমিফাইনাল খেলেছিল তারা ৯ বছর আগে।
শেষ মুহূর্তে যাঁর গোলে তিন আসর পর আইভরিকোস্ট এ প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে, সেই দিয়াকিতে ম্যাচ শেষে আবেগে আত্মহারা হয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এই ধরনের ম্যাচে ব্যাখ্যা করার মতো তেমন কিছু থাকে না।

ঘরের মাঠে কেন টার্নিং উইকেট, প্রশ্ন সৌরভের

আপনজন ডেস্ক: ১৫.৫-৫-৪৫-৬–বিশাখাপট্টনম টেস্টে প্রথম ইনিংসে যশপ্রীত বুমরার বোলিং ফিগার। অথচ মাঠে নামার আগে সব আলোচনা ছিল ভারতের স্পিনারদের নিয়ে। হ্যাঁ, বুমরাও আলোচনায় ছিলেন, তবে সেটা পার্শ্বচরিত্রের জন্য, রবিচন্দ্রন অশ্বিনদের সহায়তার জন্য। এমন চিন্তাভাবনা অমূলকও নয়!
এ সিরিজের আগে সর্বশেষ ২০২১ সালে ভারত সফর করেছিল ইংল্যান্ড। তখন ৪ টেস্টের সিরিজে বুমরাকে খেলানো হয়েছিল ২ ম্যাচে, তিনি বল করেছিলেন মাত্র ৪৮ ওভার। তবে চলতি সিরিজে বুমরা পারফর্ম করে প্রমাণ করে দিয়েছেন, ঘরের মাঠেও তিনি মূল চরিত্রই হতে পারেন। ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীও বুমরাদের, অর্থাৎ পেসারদের প্রধান চরিত্র করার পক্ষে। এক্সে সাবেক এই অধিনায়ক প্রশ্ন তুলেছেন, কেন ঘরের মাঠে টার্নিং উইকেট তৈরি করতে হবে ভারতকে?
ঘরের মাঠে স্পিন, বাইরে পেস–এ কৌশলেই এগোচ্ছে ভারতের টেস্ট ক্রিকেট। দেশের বাইরে গেলেই প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের ওপর রীতিমতো দাপট দেখান মোহাম্মদ শামি, মোহাম্মদ সিরাজ, বুমরারা। আবার ভারতে কোনো দল সফর করতে এলে পেসারদের বেছে বেছে খেলানো হয়। বুমরার ৩৪ টেস্টের ক্যারিয়ারে মাত্র ৬টি টেস্টে দেশের মাটিতে খেলাই যার বড় প্রমাণ।
সৌরভ বলছেন, এ কৌশল বদলে ফেলার সময় এসেছে।
এক্সে তিনি লিখেছেন, 'যখন বুমরা-শামি-সিরাজ-মুকেশকে বল করতে দেখি, ভেবে আশ্চর্য হই যে ভারতে আমাদের কেন টার্নিং উইকেট তৈরি করতে হবে? আমাদের ভালো উইকেটে খেলা উচিত–এ বিশ্বাস ধীরে ধীরে আরও শক্তিশালী হচ্ছে।'
সৌরভ এরপর যোগ করেন, 'অশ্বিন-জাদেজা-কুলদীপদের পর্যাপ্ত সহযোগিতা পেলে তারা (পেসাররা) যেকোনো পিচে ২০ উইকেট নিতে পারবে। ঘরের মাঠে গত ৬-৭ বছরে ব্যাটিংয়ের মান উইকেটের কারণে খারাপ হচ্ছে। ভালো উইকেট জরুরি। ৫ দিন খেলেই ভারত জিতবে।'
চলতি সিরিজে ৯.৫০ গড়ে এখন পর্যন্ত ১২ উইকেট নিয়েছেন বুমরা। বিশাখাপট্টনম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ভারতের ৩৯৬ রানের জবাবে ইংল্যান্ড অলআউট হয়েছে ২৫৩ রানে।

বিশাখাপট্টনম টেস্ট: গিলের সেঞ্চুরির পর 'বাজবলের' সামনে সবচেয়ে 'বড়' চ্যালেঞ্জ

আপনজন ডেস্ক: 'বাজবল' (বেন স্টোকস অধিনায়ক ও ব্রেন্ডন ম্যাককালাম কোচ) শুরু হওয়ার পর জেতা ১৪টি টেস্টের ৮টিতেই রান তাড়া করেছে ইংল্যান্ড। রান তাড়ায় তারা 'ভীত' নয়, সেটি প্রমাণ করেছে আগেই। তবে সেই বাজবলের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ–বিশাখাপট্টনমে জয়ের জন্য ইংল্যান্ডকে করতে হবে ৩৯৯ রান। শুবমান গিলের সেঞ্চুরিতে দ্বিতীয় ইনিংসে ২৫৫ রানে অলআউট হয়ে যাওয়া ভারত স্টোকসের দলকে বড় একটা চ্যালেঞ্জই ছুড়ে দিয়েছে। সে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে বেন ডাকেটের উইকেট হারিয়ে ৬৭ রান নিয়ে দিন শেষ করেছে ইংল্যান্ড। ম্যাচ জিততে আরও ৩৩২ রান দরকার ইংলিশদের। ২৯ রানে অপরাজিত জ্যাক ক্রলির সঙ্গী 'নাইটহক' রেহান আহমেদ।
ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ডটি অবশ্য 'বাজবল'-যুগেই–২০২২ সালে এজবাস্টনে ভারতেরই দেওয়া ৩৭৮ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলেছিল দলটি। আর ভারতের মাটিতে সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ডটি আবার ইংলিশদের বিপক্ষেই–২০০৮ সালে স্বাগতিকেরা ছুঁয়ে ফেলেছিল ৩৮৭ রানের লক্ষ্য। এবার দুই রেকর্ডই ভাঙতে হবে ইংল্যান্ডকে।
সেই রেকর্ড রান তাড়ায় জ্যাক ক্রলি ও ডাকেট শুরুটা ইতিবাচকই করেন, ১০.৩ ওভারের মধ্যেই ওপেনিং জুটিতে ওঠে ৫০ রান। তবে শেষ বেলায় সে জুটি ভাঙেন অশ্বিন। ডাকেট আরেকবার সামনে ঝুঁকে ডিফেন্ড করতে গিয়ে ক্যাচ দেন ক্লোজ ইনে, উইকেটকিপার শ্রীকর ভরত সামনে ডাইভ দিয়ে নেন দারুণ ক্যাচ। ইংল্যান্ড এরপর পাঠায় রেহানকে, দিনের শেষ ৩ বলে যিনি মারেন ২টি চার–এর মধ্যে একটিতে ইনসাইড এজ হতে গিয়ে বেঁচে যান, আরেকটিতে আউটসাইড এজে পান বাউন্ডারি। এর আগে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের হাইলাইটস ছিল গিলের সেঞ্চুরি, যে ইনিংসটি গ্যালারিতে বসে দেখেছেন তাঁর বাবা। সর্বশেষ ১২ ইনিংস আগে ফিফটির দেখা পেয়েছিলেন তিনি, দলে জায়গা নিয়েও আলোচনা চলছিল। আজ সকালে নেমেছিলেন জেমস অ্যান্ডারসনের দুর্দান্ত ডেলিভারিতে রোহিত শর্মা বোল্ড হওয়ার পর, অ্যান্ডারসনের পরের ওভারে প্রথম ইনিংসের ডাবল সেঞ্চুরিয়ান যশস্বী জয়সোয়ালকেও ফিরতে দেখেন গিল। তবে প্রথম সেশন পুরোটা ইংল্যান্ডের হয়নি গিলের সঙ্গে শ্রেয়াস আইয়ারের ১১২ বলে ৮১ রানের জুটিতে।
সে জুটি ভাঙে স্টোকসের দারুণ এক ক্যাচে। টম হার্টলিকে তুলে মারতে গিয়ে মিসটাইমিং করে ফেলেছিলেন শ্রেয়াস, মিড অফ থেকে অনেকটা পেছনে ছুটে ডাইভ দিয়ে সেটি নেন কদিন আগেই হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করানো ইংল্যান্ড অধিনায়ক। রজত পাতিদার অবশ্য গিলকে সেভাবে সঙ্গ দিতে পারেননি, রেহানের নিচু হওয়া বলে উইকেটকিপার বেন ফোকসের হাতে ধরা পড়েন তিনি। ৬০ রানে বিরতিতে যাওয়া গিল এরপর অক্ষর প্যাটেলের সঙ্গে গড়েন ৮৯ রানের জুটি। দ্বিতীয় সেশনে সে জুটি ইংল্যান্ডকে হতাশ করে বেশ কিছুক্ষণ। শুরুতে গিল নড়বড়ে ছিলেন, ভাগ্যের সহায়তাও পান–ইনসাইড এজে বেঁচে যান এলবিডব্লু থেকে, যে রিভিউ তিনি নিয়েছিলেন ব্যাটিং সঙ্গীর সঙ্গে আলোচনা করে। স্লিপে ক্যাচও তুলেছিলেন, তবে ঠিক নাগাল পাননি রুট।
অ্যান্ডারসনের দারুণ বোলিংয়ে বাড়তি একজন পেসারের অভাব ইংল্যান্ড বোধ করেছে কি না, তারাই বলতে পারবে। তবে এদিন রুটের বোলিং পায়নি তারা, খেলা শুরুর আগে অনুশীলনে আঙুলে আঘাত পাওয়া রুট একই জায়গায় আবার চোট পান ফিল্ডিংয়ের সময়। এরপর উঠেই যান তিনি। তাঁর ব্যাটিংয়ের ব্যাপারে অবশ্য কোনো আনুষ্ঠানিক আপডেট জানানো হয়নি এখনো।
দ্বিতীয় সেশনে অবশ্য বেশ নিয়ন্ত্রিত ছিল গিলের ইনিংস, আক্রমণও করেন। ১৩২ বলে পূর্ণ করেন ক্যারিয়ারের তৃতীয় সেঞ্চুরি। শেষ পর্যন্ত শোয়েব বশিরকে রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে ব্যাট-প্যাডের ছোঁয়ায় ধরা পড়েন ফোকসের হাতে, যে উইকেট ইংল্যান্ড পায় রিভিউ নিয়ে। হার্টলির বলে এরপর এলবিডব্লু হন অক্ষর, সে উইকেটও ইংল্যান্ড পায় রিভিউ নিয়ে। তবে চা-বিরতিতে ভারত যায় দারুণ অবস্থানে থেকেই, ৪ উইকেট হাতে রেখে তাদের লিড ছিল ৩৭০ রান। বিরতির পর অবশ্য দ্রুত ২ উইকেট হারায় তারা, এরপরই ঢুকে যায় খোলসের মধ্যে। টেস্ট ইতিহাসে ১ ওভারে সর্বোচ্চ রান তোলা যশপ্রীত বুমরাকেও ঠিক ভরসা করছিলেন না রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ফল–২৬ বল খেলে কোনো রান না করেই আউট বুমরা। অশ্বিন ৬১ বলে ২৯ রান করে অবশেষে ক্যাচ দেন ফোকসের হাতে, যিনি শুরুতে স্লিপে জ্যাক ক্রলির হাতে ক্যাচ তুলেও বেঁচে যান। ২৫৫ রানে দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট হয়ে যায় ভারত, যে দিন তারা শুরু করেছিল ১৭১ রানে এগিয়ে থেকে।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
ভারত: ৩৯৬ ও ৭৮.৩ ওভারে ২৫৫ (জয়সোয়াল ১৭, রোহিত ১৩, গিল ১০৪, শ্রেয়াস ২৯, পাতিদার ৯, অক্ষর ৯, ভরত ৬, অশ্বিন ২৯, কুলদীপ ০, বুমরা ০, মুকেশ ০* ; অ্যান্ডারসন ২/২৯, বশির ১/৫৮, রেহান ৩/৮৮, রুট ০/১, হার্টলি ৪/৭৭)।
ইংল্যান্ড: ২৫৩ ও ১৪ ওভারে ৬৭/১ (ক্রলি ২৯*, ডাকেট ২৮, রেহান ৯*; বুমরা ০/৯, মুকেশ ০/১৯, কুলদীপ ০/২১, অশ্বিন ১/৮, অক্ষর ০/১০)
–তৃতীয় দিন শেষে।

বালুইগাছি নজরুল সংঘের উদ্যোগে ফুটবল প্রতিযোগিতা

এম মেহেদী সানি ● হাবড়া
আপনজন: হাবড়া-১ ব্লকের অন্তর্গত গুমা বালুইগাছি নজরুল সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ১৬ দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট। ফুটবল টুর্নামেন্ট উপলক্ষে এদিন সংস্থার পক্ষ থেকে অসহায় দুঃস্থদের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। নবম বর্ষে নজরুল সংঘের খেলার মাঠে বিদেশি খেলোয়াড়দের উপস্থিতিতে ফুটবল প্রতিযোগিতা ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। মাঠ উপচে পড়েছিল দর্শকদের ভিড়ে। বালুইগাছি নজরুল সংঘের সম্পাদক ও নবনির্বাচিত বারাসাত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি সিদ্দিক হোসেন জানান, 'এলাকার নবপ্রজন্মকে ক্রীড়ামুখি করতে উৎসাহিত করতে প্রতিবছর আমরা বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পাশাপাশি ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করি। এ বছর ১৬ টি দল অংশগ্রহণ করেছে, বিজয়ী দলকে ৮০ হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় পুরস্কার ৬০ হাজার টাকা সহ সুদৃশ্য মোমেন্ট প্রদান করা হবে।'
এ দিন খেলার মাঠে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক (মিন্টু) সাহাজি, জ্যোতি চক্রবর্তী, জেলা পরিষদ সদস্য বৃন্দাবন ঘোষ, হাবড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান নারায়ণ চন্দ্র সাহা, গোবরডাঙ্গা পৌরসভার চেয়ারম্যান শংকর দত্ত, হাবড়া-১ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুবির কুমার দণ্ডপাত, হাবড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেহাল আলী, রাওতাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মানব কল্যাণ মজুমদার, ওজিদুল হক (রিঙ্কু) সাহাজি প্রমুখ।

মাদ্রাসা খাদেমুল ইসলামে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মুহাম্মদ সাবির আহমেদ ● ঢোলাহাট
আপনজন ডেস্ক: খেলা ধুলা বা শরীর চর্চাও শিক্ষার অঙ্গ। শরীর ও মন ভালো থাকলে পড়াশোনাও ভালো হয় এ কথা সর্বজনবিদিত। তাই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাট থানার অন্তর্গত রামচন্দ্রনগর মাদ্রাসা খাদেমুল ইসলামের ব্যবস্থাপনায় উক্ত মাদ্রাসার ছাত্রদের নিয়ে একদিনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়। খেলার আয়োজনে অগ্রনী ভূমিকা নিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন সম্মানিত প্রকৌশলী আরিফ বিল্লাহ তাঁর সহধর্মিণী ইরফানা গনি সাহেবা। মাদ্রাসার ছাত্র অভিভাবক থেকে এলাকার মানুষ মাদ্রাসায় এই রূপ প্রতিযোগিতায় খুব খুশি ও দর্শক হিসেবে খুব আনন্দ উপভোগ করেন। মাদ্রাসার সম্পাদক মাওলানা জামির হোসেন কাশেমী আগামী ২০২৫ সাল থেকে নেতাজি ও রবীন্দ্র পাশাপাশি দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল খারিজী মাদ্রাসার ছাত্রদের নিয়ে বিভিন্ন ইভেন্টে বড় ধরনের প্রতিযোগিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবা
আপনজন ডেস্ক: মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং মাদ্রাসা প্রাথমিকের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ৪৩তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলো মুর্শিদাবাদ শহরের নবাব বাহাদুর'স ইনস্টিটিউশন ময়দানে।
রবিবার ক্রীড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ-প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান, মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের

চেয়ারম্যান তথা খড়গ্রামের বিধায়ক আশিষ মার্জিত, মুর্শিদাবাদ পৌরসভার চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ধর সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে ক্রিড়ানুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। ছাত্র বিভাগে ১৭ টি খেলা এবং ছাত্রী বিভাগে ১৭ টি খেলা, মোট ৩৪টি খেলার বিভাগে প্রায় সাড়ে তিনশো প্রতিযোগী ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে এদিনের ক্রিড়া প্রতিযোগিতায়।
মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচটি মহকুমা থেকে দুজন করে প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে জেলা স্তরীয় এই ক্রিড়া প্রতিযোগিতায়।

সুতি এমএলএ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ
আপনজন: হাজার হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে জমজমাট আবহে সম্পন্ন হলো সুতি এমএলএ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা। রবিবার মুর্শিদাবাদের সুতির ছাবঘাটি কে.ডি বিদ্যালয় ময়দানে কার্যত টানটান উত্তেজনার মধ্যে অরঙ্গাবাদ ১-২ গ্রাম পঞ্চায়েত ও উমরাপুর,কাশিমনগর পঞ্চায়েত টিমের খেলা সম্পন্ন হয়। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভার খেলে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ২৩০ রান তুলতে সক্ষম হয় অরঙ্গাবাদ পঞ্চায়েত টিম। পাল্টা খেলতে নেমে ১৮ ওভার তিন বলে অল উইকেট হারিয়ে ১৭০ রান তুলে উমরাপুর,কাশিমনগর পঞ্চায়েত টিম, আর সেই উমরাপুর, কাশিমনগর পঞ্চায়েত টিমকে হাড়িয়ে জয়লাভ করে অরঙ্গাবাদ ১-২ গ্রাম পঞ্চায়েত টিম। এদিন সুতির ছাবঘাটি কে.ডি বিদ্যালয় ময়দানে এই খেলার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আখরুজ্জামান, সুতির বিধায়ক ঈমানি বিশ্বাস, সুতি-২ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাহানাজ বিবি, সুতি-১.২ তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, লতিফুর রহমান সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। জাতীয় সঙ্গীত, মাঠপরিক্রমা, বেলুন উড়ানোর মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হয় ফাইনাল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। তারপরেই টস হয়। প্রথমেই ব্যাট করতে নামে অরঙ্গাবাদ ১-২ গ্রাম পঞ্চায়েত টিম। খেলায় হাজার হাজার মানুষের সমাগম এক অন্য মাত্রা এনে দেয়। এদিকে জমজমাট খেলায় অরঙ্গাবাদ পঞ্চায়েত টিম জয়ী হতেই কার্যত উচ্ছাসে ভেসে উঠেন সমর্থকরা। সুতি এমএলএ কাপ টুর্নামেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে জয়ী টিমকে ৮০ হাজার টাকা এবং ট্রফি দিয়ে সম্মাননা প্রদান করা হয় এবং রানার্স টিমকে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। সবমিলিয়ে হাজার হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে সুতি এমএলএ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট কার্যত জমজমাট হয়ে উঠে।

রিয়েল কাশ্মীরের কাছে ৩-০ গোলে হারল মোহামেডান স্পোর্টিং। গোল দাতা সাহির শাহীন ও কৃজো।

জয়সওয়ালের রেকর্ডগড়া ডাবলে ঘুচল '১৫ বছরের খরা'

আপনজন ডেস্ক: বিশাখাপট্টম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ভারতকে একাই টানলেন যশস্বী জয়সওয়াল। দলকে বড় সংগ্রহ এনে দিয়ে নিজে হাঁকালেন ডাবল সেঞ্চুরি। দ্বিশতকে রেকর্ড গড়েছেন জয়সওয়াল, ঘুচিয়েছেন টেস্টে ভারতীয়দের ডাবল সেঞ্চুরির খরা।
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৩৯৬ রান তোলে ভারত। যশস্বী জয়সওয়াল একাই ২০৯ রান করেন। টেস্টে দীর্ঘ ১৫ বছর পর ভারতের কোনো ব্যাটার ডাবল সেঞ্চুরির দেখা পেলেন। সবশেষ ২০০৮ সালে ডাবল হাঁকিয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এক টেস্টে ২০৬ রান করেছিলেন এই বাঁহাতি।
বিশাখাপট্টম টেস্টের প্রথম দিন ৬ উইকেটে ৩৩৬ রান তোলে ভারত। ১৭৯ রানে অপরাজিত ছিলেন জয়সওয়াল। দ্বিতীয় দিন ২৭৭ বলে ২০০ রান পূর্ণ করেন এই ওপেনার।
শেষ পর্যন্ত আউট হন ২৯০ বলে ১৯ চার ও ৭ ছক্কায় ২০৯ রান নিয়ে। ২২ বছর ৩৭ দিন বয়সে দুইশ' করে টেস্টে ভারতের তৃতীয় সর্বকনিষ্ঠ ডাবল সেঞ্চুরিয়ান বনে গেলেন জয়সওয়াল। ভারতের সর্বকনিষ্ঠ টেস্ট ডাবল সেঞ্চুরিয়ান বিনোদ কাম্বলি। ১৯৯৩ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি ওয়াংখেড়েতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২১ বছর ৩২ দিন বয়সে ২২৪ রান করেছিলেন তিনি। তালিকার দুইয়ে সুনীল গাভাস্কার। ১৯৭১ সালের ১৩ই এপ্রিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ২১ ছর ২৭৭ দিন বয়সে ২২০ রান করেছিলেন এই কিংবদন্তি ব্যাটার।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**